প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪২ ❖ ২০ - ২৬ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব

৩৭তম বিশ্ব যুব দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতার বাণী

সম্পদ থাবে লোকে আর দেহে থাবে পোকে

স্বর্গপথে আমাদের যেরোম দা

ন্যায্য সমাজ গঠনে খ্রিস্টীয় নেতৃত্বে গুরুত্ব ও ভূমিকা

গোল্লা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের পর্ব উদ্‌যাপন

সম্মানিত খ্রিস্টভক্তগণ, আমাদের শুভেচ্ছা নিবেন।

এতদ্বারা দেশে বিদেশে অবস্থানরত সকল খ্রিস্টভক্তবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী "২ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, গোল্লা ধর্মপল্লীর প্রতিপালক মহান "সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ারের" পর্ব মহা সমারোহে, ও আধ্যাত্মিক ভাব-গাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে উদ্‌যাপন করা হবে।

পর্বে ভক্তের আধ্যাত্মিক পুষ্টি লাভে ৯ দিনের বিশেষ "নভেনা খ্রিস্টযাগ" ৯জন ফাদার উৎসর্গ করবেন। যেন পর্ব পালন আমাদের ও ঈশ্বরের সাথে মিলনের এক উৎসব হয়ে উঠে।

উল্লেখ্য থাকে যে, পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করবেন কৃষ্ণনগরের ধর্মপাল পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ নির্মল ভিনসেন্ট গমেজ এসডিবি।

উক্ত পর্বীয় খ্রিস্টযাগে আপনাদের সকলের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে প্রত্যাশা করছি।

ধন্যবাদান্তে
ফাদার অমল খ্রীষ্টফার ডি'ক্রুজ (পাল-পুরোহিত)
ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা (সহকারী পাল-পুরোহিত)
ও পালকীয় পরিষদের সদস্যবৃন্দ

পর্বকর্তার শুভেচ্ছা দান ২০০০ টাকা
পর্বের খ্রিস্টযাগের শুভেচ্ছা দান ২০০ টাকা

-: অনুষ্ঠানসূচী :-
পর্বীয় খ্রিস্টযাগ: ২ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার
১ম খ্রিস্টযাগ: সকাল ৬:৩০ মিনিট
২য় খ্রিস্টযাগ: সকাল ৯:৩০ মিনিট

খ্রি/৩৩৭/২২

মমতাময়ী মায়ের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি মাকে।

শ্রদ্ধাঞ্জলী

মধুর আমার
মায়ের হাসি ...

প্রয়াত প্যাট্রিশিয়া পুষ্প গমেজ
জন্ম: ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৩ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: হাসনাবাদ, নতুন দড়ির বাড়ী।

শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ, সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছ

মাগো সময়ের পরিক্রমায় দেখতে দেখতে তলিয়ে গেল অতল গভীরে দুঃসহ যন্ত্রণাঘেরা ২৩ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ। যেদিন তুমি আশ্রয় নিয়েছিলে আমাদের ছেড়ে ঈশ্বরের ডাকে ঐ অনন্ত ধামে। মা এখন শুধুই তোমার শূন্যতা অনুভব করি। যা আর কোনদিন পূর্ণ হবার নয়। তোমার হাসিমাখা মুখ সারাক্ষণ আমাদের চোখের মাঝে ভাসে। হারানো দিনের স্মৃতিগুলো মনে পড়লে চোখের জলে বুক ভেসে যায়। তোমাকে ছাড়া আমরা কোন কিছুই ভাবতে পারি না। তোমার শাসন তোমার আদর পাবার জন্য মন সারাক্ষণ কাঁদে। মাগো আমাদের ছাড়া তুমি কেমন আছ? তুমি তো আমাদের ছাড়া কিছুই ভাবতে পারতে না। মাগো তুমি ছাড়া আমরা একেবারেই ভাল নেই।

ব্যক্তিগত জীবনে মা ছিল কষ্টসহিষ্ণু, হিসেবী, ঈশ্বর নির্ভরশীল ও দায়িত্ববোধ সম্পন্ন মানুষ। মাগো তুমি স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ কর যেন তোমার দেখানো আদর্শ পথে চলতে পারি। এবং জীবন শেষে তোমার সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমাকে হারিয়ে শোকাহত
অসীম-নীতু, বিপ্লব-অপর্না, মিলন-বন্যা
রাণী-ডেনিস ও আদরের নাতী-নাতনীরা
পাপড়ী, রীয়া, সীমান্ত, মেধা, রায়েন ঐশ্বর্য্য ও রিমঝিম।

খ্রি/৩৩৮/২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ৪২
২০ - ২৬ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
৫ - ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

খ্রিস্টের রাজত্বে আমাদের অংশগ্রহণ

খ্রিস্টানদের উপাসনা বর্ষ শেষ হয় খ্রিস্টরাজার পর্ব উদ্‌যাপন করার মধ্যদিয়ে। এ পর্বে প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসী ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়ে যিশুকে প্রভু ও খ্রিস্ট রাজা বলে প্রকাশ্যে স্বীকার করে। তবে যিশুখ্রিস্ট পার্থিব জগতের মানদণ্ডে রাজা নন, যার অনেক জমি-জমা, সম্পদ, অধিপত্তি ও শক্তি-সামর্থ্য রয়েছে। তিনি খ্রিস্টবিশ্বাসীদের হৃদয়ের রাজা। সর্বাবস্থায় মানুষের মঙ্গল সাধন করার মধ্যদিয়ে যিশু মানুষের হৃদয়ের রাজা হয়েছেন। পার্থিব রাজাদের মতো যিশুর ছিল না ভোগ-বিলাসিতা ও চাকচিক্যময় জীবন-যাপন কিন্তু ছিল ত্যাগময় সাধারণ জীবন যার মধ্যদিয়ে তিনি হয়েছেন সবার আপন। যিশুকে পৃথিবীব্যাপী খ্রিস্টবিশ্বাসীরা রাজা বলে অভিহিত করেন। কেননা যিশু ঈশ্বর পুত্র, তিনি স্বয়ং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি। তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে সব কিছু। ফলে স্বর্গ মর্তের রাজা তিনি। বংশানুক্রমে তিনি রাজা দাউদের বংশের লোক। মহামহিম পিলাত যখন যিশুকে বলেন, তুমি কি ইহুদীদের রাজা? তখন যিশু স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে বলেন, হ্যাঁ আমি রাজা, সত্যের পক্ষে সাক্ষী দেবার জন্য। সত্যতা ও ন্যায্যতার রাজ্য গড়ে তুলতে যিশু সর্বদা দীন-দরিদ্র, বঞ্চিত ও অবহেলিতদের পাশে ছিলেন ও সকলের মঙ্গল সাধন করেছেন। তাই যিশুর রাজত্ব ভোগের নয় ত্যাগের। তাঁর রাজত্বে স্থান নেই ক্ষমতা, সম্মান, শাসন-শোষণের। কিন্তু তাঁর রাজত্ব পরিপূর্ণ দয়া-মমতা, বিনম্রতা-শ্রদ্ধা, ভক্তি-ভালবাসা, ক্ষমা ও ভ্রাতৃপ্রেমে। সকলেই তাঁর রাজত্বের অংশ হতে পারে যদি তারা দয়া-মমতা, বিনম্রতা-শ্রদ্ধা, ভক্তি-ভালবাসা, ক্ষমা ও ভ্রাতৃপ্রেম চর্চা করে। সর্বোপরি যিশুর রাজ্য হলো সত্যের রাজ্য; যে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে তিনি এ জগতে এসেছেন।

খ্রিস্টবিশ্বাসীরা মনে করে দীক্ষাস্নানের মধ্যদিয়ে তারা যিশুর প্রেমের রাজ্যের প্রজা হয়। যারা তাঁর রাজত্ব ও গৌরবের অংশীদার হতে পারবে। খ্রিস্টরাজার সাথে একাত্ম হয়ে আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা সবাই রাজা হতে আহূত। রাজার সঙ্গে মিলতে হলে রাজার মত নম্র, বিনয়ী, ক্ষমাশীল ও দয়াশীল হতে হবে। অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে যেতে হবে এবং যারা পিছিয়ে ও দূরে আছে তাদেরকে কাছে নিতে হবে। আসলে খ্রিস্টরাজার মহা পার্বণের মধ্যদিয়ে আমরা যিশুর রাজত্বের যোগ্য প্রজা হিসেবে তাঁর সমস্ত আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার প্রতিজ্ঞা নবায়ন করি। এ পৃথিবীতে আমাদের স্থায়িত্ব খুবই কম সময়ের। তাই স্বল্পকালীন সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার করে নিজেদেরকে অনন্ত রাজ্যের নাগরিক করার যোগ্য করে তুলি।

দীক্ষাস্নানের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা খ্রিস্টের পালকীয়, রাজকীয় ও প্রাবক্তিক ভূমিকা লাভ করে। আর প্রত্যেকজন খ্রিস্টবিশ্বাসীই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে এ ভূমিকাগুলো পালন করতে পারেন। রাজকীয় ভূমিকা পালনের অর্থ হলো পরিচালনা দান করা। একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী নিজ পরিবারকে পরিচালনা করেন, পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠান, গ্রাম, সমাজ ও ধর্মপল্লী। এই পরিচালনার সময় খ্রিস্টবিশ্বাসীকে অবশ্যই খ্রিস্টের মনোভাব নিয়ে অর্থাৎ 'সেবা পেতে নয় সেবা দিতে' এগিয়ে যেতে হবে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে খ্রিস্টান সমাজের বিভিন্ন ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেখা যায়, অনেকেই নেতৃত্বে এগিয়ে আসে এবং নতুন নতুন নেতা সৃষ্টি হয়। যারা নেতা হতে চান তাদেরকে যেমনি সচেতন হতে হবে তাদের মনোভাবের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তেমনি যারা নেতা নির্বাচন করবেন তাদেরকেও সচেতন হতে হবে। দল ও বোতলবাজিতে বিবেক বিসর্জন না দিয়ে সমাজের জন্য যারা ত্যাগস্বীকার ও মঙ্গল আনয়নে সক্ষম সে ধরণের ব্যক্তিদেরকে নির্বাচন করতে হবে। বিজয়ী হবার জন্য পারস্পরিক কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি ও মানহানিকর কথাবার্তা, সম্পর্ক বিনষ্টকারী কাজকর্ম পরিত্যাগ করা একান্তই কাম্য। যারা এ ধরণের কাজগুলোতে নিজেদেরকে নিমজ্জিত করবে তারা নেতৃত্বে না আসলেই সমাজের জন্য কল্যাণকর।

নম্র, বিনয়ী ও স্বল্পবাসী হয়েও নেতা হওয়া যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সদ্য প্রয়াত শ্রদ্ধেয় যেরোম ডি'কস্তা। আমাদের খ্রিস্টীয় সমাজে লেখালেখির জগতে একজন অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র ও নেতা তিনি। সত্য ও ন্যায্যতায় বলীয়ান ছিল তার কলম। মণ্ডলীর শিক্ষায় প্রাজ্ঞ ও তা পালনে অনুগত একজন বিনয়ী, চিন্তাশীল সমাজ ও মণ্ডলী বিশ্লেষক মানুষ যেরোম ডি'কস্তা। গত ৭ নভেম্বর ৭৫ বছর বয়সে কানাডার টরেন্টোতে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে অনন্ত শান্তি দান করুন। যে তালন্ত তিনি পেয়েছিলেন তা ব্যবহার করে নিজে হয়েছেন আলোকিত এবং অন্যকে আলোকিত করতে চেয়েছেন অনবরত। তাঁর সৃষ্টিশীল বিভিন্ন কাজসমূহ বিশেষভাবে 'বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী' নামক বইটির মাধ্যমে তিনি জীবিত হয়েই থাকবেন। বাংলাদেশ মণ্ডলীতে যেরোম ডি'কস্তার মতো ব্যক্তিত্ব সর্বদাই প্রয়োজন বিশেষভাবে এই ক্রান্তিকালে। †

"যীশু, আপনি যখন একদিন রাজত্ব করতে আসবেন, তখন আমার কথা একটু মনে রাখবেন!" উত্তরে যীশু বললেন: "আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আজই তুমি আমার সঙ্গে সেই অমৃতলোকে স্থান পাবে!" *(লুক ২৩:৪২-৪৩)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

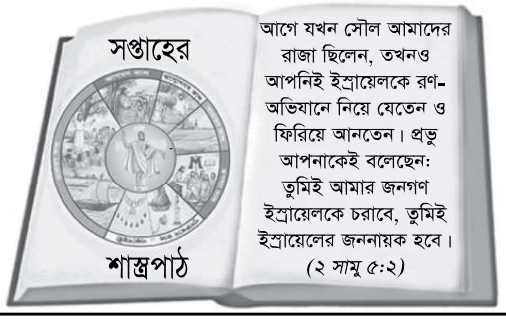

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২০ - ২৬ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

২০ নভেম্বর, রবিবার
বিশ্বরাজ প্রভু যিশু খ্রিস্ট, *মহাপর্ব*
২ সামু ৫: ১-৩, সাম ১২২: ১-৫, কলসীয় ১: ১২-২০,
লুক ২৩: ৩৫-৪৩

২১ নভেম্বর, সোমবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার নিবেদন, *স্মরণদিবস*
সাধু-সাধ্বীদের বাণীবিতান থেকে:
জাখা ২: ১৪-১৭, গীতিকা লুক ১: ৪৬-৫৩, মথি ১২: ৪৬-৫০

২২ নভেম্বর, মঙ্গলবার
সাধ্বী সিসিলিয়া, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর,
প্রত্যাদেশ ১৪: ১৪-১৯, সাম ৯৬: ১০-১৩, লুক ২১: ৫-১১
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
প্রত্যা ১৯: ১, ৫-৯, সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪, যোহন ১২: ১-৮

২৩ নভেম্বর, বুধবার
সাধু প্রথম ক্লেমেন্ট, পোপ ও সাক্ষ্যমর
সাধু কলোম্বান, মঠাধ্যক্ষ
প্রত্যা ১৫: ১-৪, সাম ৯৮: ১-৩, ৭-৯, লুক ২১: ১২-১৯

২৪ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
সাধু এন্ড্রু দুয়াং-লাক, যাজক এবং সঙ্গীগণ, সাক্ষ্যমরগণ,
প্রত্যা ১৮: ১-২, ২১-২৩; ১৯: ১-৩, ৯, সাম ১০০: ১-৫,
লুক ২১: ২০-২৮
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
যাকোব ১: ২-৪, ১২, সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪,
মথি ১০: ১৭-২২

২৫ নভেম্বর, শুক্রবার
আলেক্‌জান্দ্রিয়ার সাধ্বী কাথারিনা, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর
প্রত্যা ২০: ১-৪, ১১--২১: ২, সাম ৮৪: ২-৫, ৭,
লুক ২১: ২৯-৩৩

২৬ নভেম্বর, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
প্রত্যা ২২: ১-৭, সাম ৯৫: ১-৭, লুক ২১: ৩৪-৩৬

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২০ নভেম্বর, রবিবার
+ ১৯৮৭ ফাদার এমি দুক্লোস সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২১ নভেম্বর, সোমবার
+ ১৯৪৬ ফাদার ম্যাথিও কার্নস সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮০ ফাদার ফ্রান্সেস্কো ভিল্লা পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৭ ফাদার এডওয়ার্ড ভেটজাল সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৭ সিস্টার এ্যান পল সিএসসি (ঢাকা)

২২ নভেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯৪৯ ফাদার জ্যাঁ দে মনতিনি সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৫ সিস্টার আসুন্তা কারারারা পিমে
+ ২০১৩ ফাদার জুলিয়ান রোজারিও (রাজশাহী)

২৪ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৪৩ ফাদার মাইকেল ম্যানগ্যান সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭১ সিস্টার এম. জন ফ্রান্সিস পিসিপিএ (ময়মনঃ)
+ ১৯৭৯ বিশপ আম্ব্রোজো গালবিয়াতি পিমে (দিনাজপুর)

২৫ নভেম্বর, শুক্রবার
+ ১৯৯২ ফাদার এলিয়াস রিবেরু (ঢাকা)
+ ২০০৩ ফাদার মরিস ডি'ক্রুশ সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২৬ নভেম্বর, শনিবার
+ ২০০৫ ফাদার সিলভানো জেন্নারি এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৯ সিস্টার মেরী রীতা এসএমআরএ (ঢাকা)

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

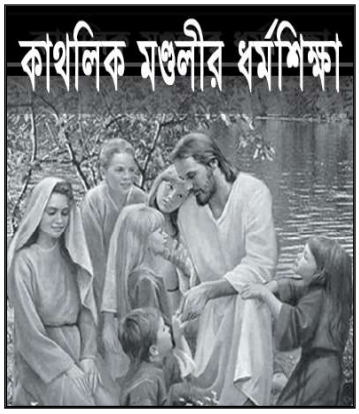

১৪৪৫: বেঁধে রাখা ও খুলে দেওয়া মানে হল: যাকে তোমরা তোমাদের মিলন সমাজ থেকে বাদ দিবে, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন থেকেও সে বাদ পড়বে; যাকে নতুনভাবে তোমাদের মিলন সমাজে গ্রহণ করবে, ঈশ্বরও তাকে তাঁর মিলনে স্বগত জানাবেন। খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে পুনর্মিলন আর ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলন হচ্ছে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য।

১৪৪৬: খ্রীষ্ট অনুতাপ সংস্কার স্থাপন করেছেন তাঁর মণ্ডলীর সব পাপী ভক্তদের জন্য; সর্বোপরি তাদেরই জন্য যারা দীক্ষাস্নানের পর মারাত্মক পাপে পতিত হয়ে দীক্ষাস্নানের অনুগ্রহ হারিয়েছে এবং মাণ্ডলিক মিলনকে বিক্ষত করেছে। তাদের জন্যই অনুতাপের সংস্কার মনপরিবর্তনের এবং ধার্মিকতার অনুগ্রহ পুনঃলাভের নব সম্ভাবনা এনে দেয়। খ্রীষ্টমণ্ডলীর পিতৃবর্গ এই সংস্কারকে দেখায় "জাহাজডুবির অর্থাৎ অনুগ্রহ হারানোর পর (পরিত্রাণের) দ্বিতীয় কাষ্ঠফলকরূপে"।

১৪৪৭: প্রভুর কাছ থেকে প্রাপ্ত এই ক্ষমতা, বহু শতাব্দী ধরে বাস্তব ধারণাটি যা খ্রীষ্টমণ্ডলী ব্যবহার করে আসছে তাতে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র এসেছে। প্রথম শতাব্দীগুলোতে, যারা দীক্ষাস্নানের পর গুরুতর পাপ করতে (যেমন, প্রতিমাপূজা, নরহত্যা ও ব্যভিচার), সেসব খ্রীষ্টভক্তদের পুনর্মিলনের জন্য কড়া বিধান-ব্যবস্থা ছিল। যার ফরেল অপরাধীরক বছরের পর বছর, পুনর্মিলিত হবার আগে, তার পাপের নিমিত্ত প্রকাশ্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। এই অনুতাপীদের আচরণ বিধিতে (কতিপয় গুরুতর পাপ সংক্রান্ত) কাউকে কদাচিৎ এবং কোন কোন অঞ্চলে জীবনে একবারই মাত্র পুর্মিলনের সুযোগ দেয়া হত। সপ্তম শতাব্দীতে আয়ারল্যাণ্ডের মিশনারীগণ, প্রাচ্য মঠাশ্রমী সন্ন্যাসজীবনের ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশে পাপস্বীকারের 'ব্যক্তিগত' অনুশীলন বিস্তার করেন, যার ফলে খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে পুর্মিলনের আগের প্রকাশ্য ও দীর্ঘসূত্রী প্রায়শ্চিত্তমূলক কাজকে আর প্রয়োজনীয় মনে করা হয়নি। সে সময় থেকে, গোপনীয়ভাবে যাজক ও অনুতপীর মাঝে এই সংস্কার সম্পন্ন হওয়া শুরু হয়। এই নতুন প্রচলন সংস্কারটি পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করার সম্ভাবনা এনে দেয়, যার ফলে এই সংস্কার নিয়মিত ও পুনগ্রহীনের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। এই ব্যবস্থায় গুরুতর ও লঘু পাপের ক্ষমাদান একই সংস্কারীয় অনুষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দেওয়া হয়। সংস্কারীয় এই অনুষ্ঠানের প্রধান ধারায় এই হল অনুতাপের ধরন যা খ্রীষ্টমণ্ডলী এখন পর্যন্ত অনুশীলন করে আসছে॥

শোক সংবাদ

বাংলাদেশ মণ্ডলীর একমাত্র জাতীয় পত্রিকা সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র প্রাক্তন সম্পাদক, সাংবাদিক, লেখক, ফটোগ্রাফার, অনুবাদক, ইতিহাসবিদ যেরোম ডি'কস্তা গত ৭ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে রাত ১২:৩০ মিনিটে ৭৫ বছর বয়সে কানাডা টরেন্টোর স্থানীয় হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে খ্রিস্টান লেখক সমাজে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সভাপতি ও ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই গভীর দুঃখ প্রকাশ করে শোকার্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা, এবং খ্রিস্টভক্তদের পক্ষ থেকে যেরোম ডি'কস্তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আমরা তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। পিতা পরমেশ্বর যেন তাকে অনন্ত বিশ্রাম প্রদান করেন। **-সম্পাদক**

ফাদার আগষ্টিন প্রলয় ডি'ক্রুশ

১ম পাঠ: দ্বিতীয় সামূয়েল ৫:১-৩

২য় পাঠ : কলসিয়ান

মঙ্গলসমাচার: লুক ২৩:৩৫-৪৩

আজ আমরা মহাসমারোহে মণ্ডলীতে পালন করছি খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব। প্রতি বছর খ্রিস্টীয় উপাসনা বছরের শেষ রবিবার আমরা এই পর্ব পালন করে থাকি। আগামী রবিবার থেকে আমরা নতুন উপাসনা বর্ষ শুরু করব। খ্রিস্ট রাজার পর্ব দিনে সবাইকে পর্বীয় শুভেচ্ছা জানাই। যিশুখ্রিস্ট আমাদের রাজা। খ্রিস্ট রাজার বিষয় বলা হয়ে থাকে যে তিনি শুধু রাজাই নন, বরং রাজাদেরও রাজা। রাজাদের অনেক ক্ষমতা থাকে, তাদের সৈন্য সামন্ত থাকে। রাজার অধীনে প্রজা থাকে, থাকে রাজ্য আর রাজ্যজোড়া নানা কিছু, যার সব কিছুই রাজার অধীনে। একজন রাজার একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড থাকে, থাকে প্রজাসকল যেখানে সমস্ত কিছুর অধিপতি তিনি। রাজার আদেশেই সমস্ত কিছু পরিচালিত হয়। একজন সাধারণ রাজার যদি এত ক্ষমতা থাকে তাহলে যিনি রাজাদের রাজা তাঁর কতই না ক্ষমতা থাকবে। আমাদের খ্রিস্টরাজা তাই অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুর রাজা, তাঁর রাজ্য বিশ্বময়।

একজন রাজা হলেন একটি স্থানের বা গোষ্টির প্রধান ব্যক্তি। তিনি প্রধান সকল দিক থেকে; ক্ষমতার দিক থেকে, সম্মানের দিক থেকে, প্রতাপ-প্রতিপত্তির দিক বলি বা অন্য কোন দিক, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সবদিক থেকেই তিনি সর্বময় নৃপতি। যাকে সবাই সমীহ করে, যার কথা সবাই মেনে চলে। তিনি অন্যদের চেয়ে বেশী স্বাধীন ও নিয়ম কানুনের উর্ধ্বে থাকেন ও সুবিধা ভোগ করে থাকেন। অন্যেরা তাঁর পাহাড়ায় নিযুক্ত থাকে যেন তার কোন ক্ষতি না হয়। সবাই সচেষ্ট থাকে এবং নিরাপত্তার বেষ্টনী সাজিয়ে রাখে, তাঁকে রক্ষা করার জন্য। রাজার খেলা দাবার গুটিতে আমরা তা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করি। দাবা খেলায় সবার মাঝখানে নিরাপদে রাজাকে রাখা হয়। সামনে পাশে সৈন্য বাহিনী, মন্ত্রী, হাতী ও রণতরী, ঘোড়া সবাই ব্যস্ত রাজার নিরাপত্তা দিতে। তাদের সকলেরই নির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে এবং চলার পথের সীমাবদ্ধতা আছে। তারা এমনভাবে পথ চলে যেন রাজা কখনোই অরক্ষিত হয়ে না পড়ে। রাজার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে বৈইকি, কিন্তু রাজা অন্যদের চেয়ে বেশী স্বাধীনভাবে চলতে ও অবস্থান নিতে পারে।

লক্ষণীয়, নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের মালিক, জনগণের ভোটে নির্বাচিত, দলীয় প্রধান, রাজ্য শাসনের ভার তার উপর ন্যস্ত শুধু এমন মানুষকেই আমরা সব সময় রাজা বলি, তা কিন্তু নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আরো ছোট্ট পরিসরেও, মানুষ যখন কোন কারণে সবার মধ্যমনি হয়ে উঠে, তখনও আমরা তাকে রাজা বলে সম্বোধন করি। সেই ক্ষেত্রে, তার রাজকীয় কোন বেশ ভূষার প্রয়োজন পড়ে না। তিনি তার কর্মের গুণে মানুষের মনের রাজা হয়ে যান। মানুষ কোন বিষয় দক্ষতা অর্জন করলে বা সবচেয়ে বেশি দক্ষ হলে, তাকেও আমরা (সেই বিষয়ের) রাজা বলি। কেউ যদি মাছ ধরায় দক্ষ হয়, তা হলে আমরা তাকে বলি মাছ ধরার রাজা। কোন মরিচ যদি সবচেয়ে বেশি ঝাল হয়, তা হলে বলি ঝালের রাজা। কেউ কোন খেলা ধূলায় ভালো হলে, তাকে সেই খেলার রাজা। এমনি করে দক্ষতা ও পারদর্শিতার শ্রেষ্ঠত্বের উপর সন্তুষ্ট হয়ে রাজা উপাধি দেওয়া হয়। অর্থাৎ যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই রাজা।

একজন রাজা শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠত্বের আসন নিয়ে বসে সুবিধা লাভ করবেন, নিরাপত্তার আবরণে পরিবেষ্টিত থাকবেন তা নয়। রাজার দায়িত্ব আছে। একজন রাজার কাজ হলো রাজ্যের কেন্দ্রে অবস্থান করে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন সাধনের জন্য সর্বময় প্রচেষ্টা চালানো। নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে তার অধীনস্ত সকলের কল্যাণ সাধন করা। তাদের নিরাপত্তার বিধান করা। আহারের ব্যবস্থা করা। অসুস্থরা যেন চিকিৎসা পায়, সেবা পায় তার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বাইরের শত্রু হতে জনগণকে রক্ষা করা, নিরাপত্তা দান করা। তাদের সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণ করা। মোট কথা রাজার রাজ্যের অধিবাসীদের ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা রাজার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তাই আমরা লক্ষ্য করি, যারা রাজা হতে চান (বর্তমান সময়ে রাজা শব্দটি কম ব্যবহার করা হয়, সেখানে প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করা ..) তারা রাজা হলে মানুষের জন্য কি কি সুবিধা বয়ে আনবে তার বিস্তর বিষয়াদি ব্যাখ্যা করে প্রচারণা চালান। কারণ একজন রাজার মূল দায়িত্ব হল রাজ্য পরিচালনা করা। যে রাজা যত বেশি দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করতে পারবে, রাজ্যের জনসাধারণকে খুশী রাখতে পারবে তার উপর নির্ভর করে রাজার স্থায়ীত্বকাল। তাই এই ব্যাপারে রাজা প্রার্থীরা খুবই সচেতন থাকেন, অন্তত প্রচার-প্রচারণার ক্ষেত্রে।

যিশুকে আমরা বলছি তিনি আমাদের রাজা। তিনি খ্রিস্টরাজা। কিন্তু, তিনি কি আসলেই আমাদের রাজা? কেমন করে রাজা? হ্যাঁ, তিনি আমাদের রাজা। প্রকৃত পক্ষেই রাজা। একজন রাজার জীবনে যে সকল গুণাবলি থাকা প্রয়োজন, যিশুর মধ্যে তা আমরা লক্ষ্য করি। যিশুর জন্ম যদিও একটা কুঁড়ে ঘরে, বেথলেহেমের গোশালায় হয়েছে, কিন্তু জন্মের পর পর তিনি রাজকীয় মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। পণ্ডিতেরা এসে তাঁকে রাজকীয় সম্মান জানিয়েছে, কেননা তিনি একজন রাজা। রাজাদের যেমন অনেকবার তাদের অজান্তেই শত্রুর সৃষ্টি হয়ে যায়, অন্যদের নানা স্বার্থের কারণে, যিশুর জন্মের পরপরই স্বার্থেন্বেষী রাজারা তাঁর শত্রু বনে যায়। তিনি ভবিষ্যৎ রাজা, রাজ্যে তাঁর অভিষেক হওয়ার আগেই তাঁকে হত্যা করে এই সকল রাজারা, তাদের ক্ষমতা নিষ্কন্টক করতে চেয়েছিল। ফলে শিশু রাজপুত্রের এক রাজ্য ছেড়ে অন্য আর এক রাজ্যে পলায়ন করতে হয়েছিল। তিনি শিশুকাল থেকেই ভবিষ্যৎ রাজ্য বিনির্মানের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন।

জাগতিক রাজ্য প্রতিষ্ঠার কিংবা রাজা হওয়ার বাসনা তাঁর মধ্যে ছিলনা। কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিক রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য কর্মপরিকল্পনা করেছেন এবং সেখানকার রাজা হয়ে উঠেছেন। তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য কাজ করেছেন। তিনি তাঁর অন্তরের রাজকীয়তা সব সময় সম্মুন্নত রেখেছেন। তিনি অন্য রাজাদের মত ১২জনের কর্মীবাহিনী/সেনাদল গঠন করেছেন। তাদের সঙ্গে নিয়ে ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বাইবেলে উল্লেখ আছে যে, তিনি এত কাজ করতেন যে নাওয়া-খাওয়ার সময় পর্যন্ত পেতেন না। তাঁর মঙ্গলবাণীতে আকৃষ্ট হয়ে, যারা তাঁর রাজ্যের অধিবাসী হয়ে এসেছে, তিনি তাদের সার্বিক যত্ন নিয়েছেন। একজন রাজার সকল প্রকার রাজকীয় দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। আধ্যাত্মিকভাবে তিনি তো সকলকে নিরাময় করেছেনই, তাছাড়া বাহ্যিক সকল চাহিদাও পূরণ করেছেন। তিনি অসুস্থদের নিরাময় করেছন, অন্ধ, কালা, বোবা, খঞ্জ, নুলো, পক্ষাঘাতগ্রস্ত সকলকে সারিয়ে তুলেছেন। মন্দ আত্মায় পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্য হতে মন্দ আত্মা বিতাড়িত করেছেন। যারা ক্ষুধার্ত তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্যের আয়োজন করেছেন। যাদের শাসন/সংশোধনের প্রয়োজন ছিল, তাদের সতর্ক করেছেন, প্রয়োজনে শাসনদণ্ড হাতে (মন্দিরে চাবুক ধরেছেন) শাসন করেছেন। তিনি ধর্মশিক্ষা দিয়েছেন, ঐশ রাজ্যের বিষয় ঘোষণা করেছেন। ক্ষমা করেছেন এবং ক্ষমা করার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি সেবা ও ভালোবাসার শিক্ষা দিয়েছেন, নিজে ভালোবেসে। সর্বোপরি তিনি আপন রক্ত বিসর্জন দিয়ে তাঁর প্রজাদের রক্ষা করেছেন। যা কিনা একজন দায়িত্ববান, উদার রাজার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাইতো তাঁর ক্রুশের উপরে লিখে দেওয়া হয়েছে 'ইহুদীদের রাজা'।

শুধুমাত্র যিশু একা একাই রাজা নন, কারণ তিনি আমাদের সকলকে রাজাকীয় মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর সাথে আমাদেরও তিনি রাজা করেছেন। তাই আমরাও রাজা 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'। আমরা যখন দীক্ষাস্নানের দ্বারা যিশুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করি, তখন আমরা তাঁরই মতো রাজকীয়, যাজকীয় এবং প্রাবক্তিক ক্ষমতা লাভ করি। যিশু নিজে যেমন তাঁর অবস্থানে থেকে মানুষকে সেবা-ভালোবাসা দিয়ে আপন দায়িত্ব পালন করার মধ্য দিয়ে রাজত্ব করেছেন। রাজকীয় দায়িত্ব পালন করেছেন আমাদেরও উচিৎ একই

(২৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

৩৭তম বিশ্ব যুব দিবস (২০২২-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ) উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণী

মূলভাব: "মারীয়া উঠে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলেন" *(লুক ১:৩৯)*।

প্রিয় যুবারা,

পানামাতে অনুষ্ঠিত বিগত ৩৬তম বিশ্বযুব দিবসের মূলভাব ছিল: "আমি প্রভুর দাসী, তোমার বাক্য অনুসারে আমার গতি হোক" *(লুক ১:৩৮)*। এর পরবর্তীতে আমরা ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে একটি নতুন গন্তব্য পর্তুগালের লিসবন শহরের দিকে ঈশ্বরের জরুরী আহ্বানে প্রজ্বলিত হৃদয়ে আবার আমাদের যাত্রা শুরু করেছি। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে আমরা যিশুর বাণী: "যুবক, আমি তোমাকে বলছি, তুমি উঠো" *(লুক ৭:১৪)* নিয়ে ধ্যান করেছি।

গত বছরও আমরা প্রেরিতশিষ্য পল, যাকে পুনরুত্থিত প্রভু বলেছিলেন: "উঠো, তুমি যা দেখেছ তার সাক্ষী হিসাবে আমি তোমাকে নিযুক্ত করেছি" *(শিষ্য ২৬:১৬)* – সেই পলের জীবন-চরিত দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। সেই চলমান যাত্রায় আমরা এখনও পথ চলছি যতক্ষণ না আমরা লিসবনে এসে পৌঁছি। আমাদের তীর্থযাত্রায় আমাদের পাশে থাকবেন নাজারেথের কুমারী, যিনি প্রভুর বাণী শ্রবণ করার পরপরই "উঠে, সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলেন" *(লুক ১:৩৯)*। এই তিনটি মূলভাবের প্রধান শব্দটি হলো: ''ওঠো!" আমাদের মনে রাখা দরকার যে, এই কথাটি আমাদেরকে বলছে: আমাদের ঘুম থেকে জেগে উঠতে, আমাদের পাশের মানুষের জীবন-প্রয়োজনে জেগে উঠতে।

এই দুঃসময়ে, যখন আমাদের মানব পরিবার, ইতিমধ্যেই করোনা মহামারির শঙ্কা দ্বারা আক্রান্ত এবং ভয়াবহ যুদ্ধ দ্বারা বিপর্যস্ত, তখন মারীয়া আমাদের সকলকে এবং বিশেষত তোমাদের মতো যুবাদের নিকট তাঁর সান্নিধ্য এবং সাক্ষাতদানের পথ দেখাবেন। আমি আশা এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আগামী আগস্টে লিসবনে তোমাদের অনেকের যে অভিজ্ঞতা হবে তা তোমাদের মতো বহু তরুণদের জন্য এবং তোমাদের সাথে সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি নতুন সূচনা ঘটাবে।

মারীয়া উঠল

দূতসংবাদের পরে, মারীয়া অন্তর্মুখী হয়ে তার নিজের ভয়-ভীতি ও উদ্বিগ্নতার মধ্যে ডুবে যেতে পারতেন। তা না করে, তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করলেন এবং তাঁর সকল চিন্তা এলিজাবেথের উদ্দেশ্যে ধাবিত করলেন। তিনি উঠে জীবন-জগৎ এবং তার গতির দিকে চলতে শুরু করলেন। যদিও স্বর্গদূতের অলৌকিক বার্তা তার জীবন-পরিকল্পনায় ভূমিকম্পের ন্যায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, তবু যুবতী মারীয়া বিচলিত হননি, কারণ তার মধ্যে ছিলেন যিশু, যিনি পুনরুত্থানের শক্তি এবং নতুন জীবন। নিজের মধ্যে, মারীয়া ইতিমধ্যেই মেষশাবককে ধারণ করেছিলেন; তাকে হত্যা করা হলেও তিনি কিন্তু এখনও বেঁচে আছেন। তিনি উঠলেন এবং যাত্রা করলেন, কারণ তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, ঈশ্বরের পরিকল্পনাই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা। মারীয়া ঈশ্বরের মন্দির ও তীর্থযাত্রী মণ্ডলীর প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠলেন, যে মণ্ডলী সেবার জন্য সামনে এগিয়ে যায় এবং সবার জন্য সুসংবাদ নিয়ে আসে।

আমাদের নিজের জীবনে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের উপস্থিতি অনুভব করা, তাকে আপন জীবনে "জীবিত" বলে সাক্ষাৎ করা হল সবচেয়ে বড় আধ্যাত্মিক আনন্দ, আলোর বিস্ফোরণ যা কাউকে স্পর্শ না করে পারে না। মারীয়া অন্যদের কাছে সুসমাচার বহন করার জন্য এবং খ্রিস্টের সাথে তার সাক্ষাতের আনন্দ পৌঁছে দেওয়ার জন্য অবিলম্বে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ঠিক একই ভাবে পুনরুত্থানের পর যিশুর প্রথম শিষ্যেরাও তাৎক্ষণিকভাবে গুহা থেকে চলে গেল: "মহিলারা ভয়ে এবং মহাআনন্দে দ্রুত সমাধি ছেড়ে চলে গেল এবং তাঁর শিষ্যদের একথা জানাতে দৌড়ে গেল" *(মথি ২৮:৮)*।

পুনরুত্থান সম্বন্ধে বিবরণসমূহে, সাধারণত দু'টো শব্দের ব্যবহার দেখি: "জেগে ওঠা" এবং "উত্থান করা"। এই কথা দিয়ে প্রভু যিশু আমাদেরকে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং আমাদের সব রকমের বদ্ধদ্বার পেরিয়ে বাইরে নিয়ে চলেন। "এই রূপকটি মণ্ডলীর জন্যও একটি সুন্দর অর্থ বহন করে। প্রভু যিশুর শিষ্য এবং খ্রিস্টমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে খুব দ্রুত জেগে ওঠার জন্য, পুনরুত্থান-রহস্যে প্রবেশ করার জন্য আমরাও আহ্বান পাই এবং প্রভু তাঁর নির্দেশিত পথে আমাদের পরিচালনা করেন" (উপদেশ, সাধু পিতর ও পলের মহাপর্ব, ২৯ জুন ২০২২)।

চলার পথে যে যুবারা আয়নার সামনে নিজেকে দেখতে চায় না, যারা আপন জীবনের বেড়াজালে আবদ্ধ, তাদের জন্য প্রভুর মা হচ্ছেন একজন আদর্শ। মারীয়ার লক্ষ্য সর্বদা বহির্মুখী। কুমারী মারীয়া একজন পুনরুত্থিত নারী, সর্বদা মহাযাত্রার একজন যাত্রী, নিজ থেকে বের হয়ে "অপর" অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি তাঁর মনোযোগ এবং অন্য সকল ভাই-বোনদের, বিশেষ করে যাদের প্রয়োজন অধিক, যেমন এলিজাবেথ, তাদের প্রতি তার "পরমুখী" জীবন।

মারীয়া সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলেন ...

মিলানের সাধু অ্যামব্রোস, লুকের মঙ্গলসমাচারের উপর তার ব্যাখায় লিখেছেন যে, মারীয়া পাহাড়ের দিকে দ্রুত যাত্রা শুরু করলেন, "কারণ তিনি প্রভুর প্রতিশ্রুতিতে আনন্দ পেয়েছিলেন এবং সেই আনন্দে উদ্দীপিত হয়ে অপরকে সেবা করতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বরের পরিপূর্ণা তিনি, পাহাড়চূড়া ব্যতীত আর কোথায় তিনি যাবেন? পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের আর কোন বিলম্বের সুযোগ নেই"। এইভাবে মারীয়ার দ্রুত চলে যাবার বিষয়টা এমন একটি চিহ্ন যা তার সেবা করা, আনন্দ প্রকাশ করা এবং পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের প্রতি সন্দিহান না হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেওয়ার বাসনা প্রকাশ করে।

মারীয়া তার বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞাতি বোনের প্রয়োজন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি পিছিয়ে যাননি বা উদাসীন থাকেননি। তিনি নিজের চেয়ে অন্যের কথা ভেবেছেন– যা তার জীবনে উৎসাহ এবং দিকনির্দেশনা দিয়েছে। তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের প্রশ্ন করতে পার: "আমি আমার

চারপাশের মানুষের মধ্যে যে প্রয়োজনগুলো দেখি সেগুলোর প্রতি আমার প্রতিক্রিয়া কীরূপ? আমি কি তাৎক্ষণিকভাবে জড়িত না হওয়ার অন্য কারণ খোঁজ করি? নাকি তাদের সাহায্য করার আগ্রহ ও ইচ্ছা প্রকাশ করি?" নিশ্চিতভাবে বলতে গেলে, তুমি বিশ্বের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তবুও, তোমার কাছাকাছি যারা বাস করে তাদের প্রয়োজনে তুমি সাড়া দিয়ে শুরু করতে পার। কেউ একবার মাদার তেরেজাকে বলেছিলেন: "আপনি যা করছেন তা মহাসমুদ্রের জলরাশির মধ্যে এক বিন্দু জল মাত্র।" মাদার উত্তর দিলেন: "কিন্তু আমি যদি সেটা না করি তাহলে মহা জলরাশির মধ্যে একফোঁটা জল কমই থাকবে।"

আমরা কখনো কোন বাস্তব এবং জরুরী প্রয়োজনের মুখামুখি হলে, আমাদের দ্রুত কাজ করতে হবে। আমাদের আপনজগতের মধ্যে কত মানুষ আছে যারা তাদের বিষয়ে চিন্তা করবে এবং তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসবে। কত বৃদ্ধ, অসুস্থ, কারাবন্দী এবং উদ্বাস্তু মানুষ আছে যাদের প্রতি কেউ একটু সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে তাকাবে, উদাসীনতার প্রাচীর ভেঙ্গে কোনো ভাই-বোন তাদের সাথে দেখা করতে আসবে!

প্রিয় তরুণ-তরুণীরা, তোমাদের মধ্যে কোন কিছুর জন্য কী "তাড়া" আছে? এমন কিছু আছে, যা তোমাকে জেগে উঠতে বলে এবং অমনি বেরিয়ে পড়তে প্রেরণা দান করে? অথবা তোমাকে স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে বলে? অনেক মানুষ- মহামারী, যুদ্ধ, জোরপূর্বক অভিবাসন, দারিদ্র্য, সহিংস্রতা এবং জলবায়ু বিপর্যয়ের মতো বাস্তবতায়- নিজেকে জিজ্ঞাসা করছে: "কেন আমার জন্য এ ঘটনা ঘটছে? আমার বেলা কেন? এখনিই বা কেন?" কিন্তু জীবনের আসল প্রশ্নটি হল: "আমি কার জন্য বেঁচে আছি?" (cf. *Christus Vivit*, 286)।

নাজারেথের যুবতী নারী মারীয়ার মতো, যারা প্রভুর কাছ থেকে অসাধারণ অনুগ্রহ পেয়েছে এবং যারা অন্যের সাথে তা শেয়ার করার জন্য এবং তাদের অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা অপরের উপর ঢেলে দেওয়ার জন্য তারাও অন্তরের মধ্যে তাগিদ অনুভব করে। তাদের তাগিদটা হচ্ছে তাদের সামর্থ্য নিজের জন্য নয় বরং অন্যের জন্য ব্যবহার করার তাগিদ।

মারীয়া যুবাদের এমন একজন আদর্শ যিনি অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বা অন্যের "লাইক" পাওয়ার জন্য সময় নষ্ট করে না- যেমনটি আমাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় যখন আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের "লাইক"/"পছন্দ" এর উপর নির্ভর করি। কুমারী মারীয়ার সমস্ত "সংযোগ" এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সংযোগটি খুঁজে বের করার জন্য যাত্রা করেন– যা সাক্ষাৎ, শেয়ার, ভালবাসা এবং সেবা থেকে আসে।

যিশুর জন্মসংবাদের পর, যুবতী মারীয়া, তার জ্ঞাতি বোন এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা দিয়ে যে সাক্ষাতের সূত্রপাত করেছেন, তা সকল পুত্র-কন্যাদের প্রয়োজন, বিশেষভাবে যাদের অধিক প্রয়োজন, তাদের সাহায্য দানের মধ্যদিয়ে সকল সময় ও স্থানের সেতুবন্ধন সৃষ্টি করার কোন সময় থেমে যায় নি। আমাদের নিজস্ব যাত্রা, যদি ঈশ্বরের দ্বারা "অধিষ্ঠিত" হয়, তাহলে তা সরাসরি আমাদেরকে প্রতিটি ভাই ও বোনের হৃদয়ে নিয়ে যেতে পারে।

যিশুর মা এবং আমাদের মা মারীয়ার "সাক্ষাৎ" দানের বিষয়ে অসংখ্য লোকদের কাছ থেকে আমরা কত সাক্ষ্য শুনেছি! পৃথিবীর অনেক প্রান্তে, বিভিন্ন যুগে, মারীয়া সাক্ষাৎ-দর্শন দিয়ে এবং বিশেষ অনুগ্রহের মাধ্যমে মারীয়া তার ভক্তদের সাথে দেখা করেছেন! পৃথিবীতে কার্যত এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তিনি দেখা দেননি। ঈশ্বরের জননী হিসাবে তিনি তার সন্তানদের মাঝে স্নেহময় এবং প্রেমময় যত্ন নিয়ে থাকেন। তিনি তার সন্তানদের উদ্বেগ এবং সমস্যা নিজের করে নেন। যেখানেই আমাদের রাণী কুমারী মারীয়ার নামে উৎসর্গীকৃত কোন তীর্থমন্দির, কোন গির্জা বা চ্যাপেল রয়েছে, সেখানে তার বিশ্বাসীভক্ত বিপুল সংখ্যায় সমবেত হয়। সেই সমস্ত জনপ্রিয় ভক্তিমূলক জনসমাবেশের কথা চিন্তা করো! তীর্থোৎসব, পর্বোৎসব, ভক্তিমূলক প্রার্থনা, বাড়িতে মূর্তির সিংহাসন স্থাপন এবং অন্যান্য অনেক ভক্তি-অর্চনা, প্রভুর মা এবং তার সন্তানদের মধ্যে গভীর সম্পর্কের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত হয়ে আছে, এবং যার ফলশ্রুতিতে তারা অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে!

সুস্থ দ্রুততা আমাদের সর্বদা উর্ধ্বলোকে এবং অপরের দিকে চালিত করে

সুস্থ দ্রুততা আমাদের সর্বদা উর্ধ্বলোকে এবং অন্যদের দিকে চালিত করে। তবে এও সত্য সেই দ্রুততা এমন অসুস্থতাও হতে পারে, যা আমাদেরকে ভাসাভাসা ও হালকা জীবন-যাপন করতে প্রভাবিত করে। সেই অসুস্থ দ্রুততা হচ্ছে কর্তব্যনিষ্ঠা ও পরার্থবোধ হীনতা, যার মধ্যে অন্যের প্রতি কোন আত্মবিনিয়োগ থাকে না। এই দ্রুততা তাদের মধ্যে দেখা যায় এমনভাবে জীবন-যাপন, পড়াশুনা, কাজ এবং সামাজিকতা যেখানে তার নিজস্ব কোন বিনিয়োগ নেই। এই ধরনের দ্রুততা বা ত্বরা আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেও থাকতে পারে। এটি পরিবারেও দেখা যায়, যখন আমরা অন্যের কথা শুনতে এবং অন্যদের সাথে সময় কাটাতে অনীহা প্রকাশ করি। আবার বন্ধুত্বের বেলায়ও হতে পারে, যখন আমরা আশা করি যে, আমাদের বন্ধুরা আমাদের আনন্দ দেবে এবং আমাদের প্রয়োজনগুলি পূরণ করবে। কিন্তু যদি আমরা অন্যভাবে তাকাই তাহলে দেখব যে তারাও সমস্যায় পড়েছে এবং আমাদের সময় এবং সাহায্য তাদের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। এমনকি প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যেও এই দ্রুততা আছে, একে অপরকে জানার এবং বোঝার জন্য ধৈর্য আজকাল খুব কম লোকেরই আছে। আমাদের স্কুলে, কর্মক্ষেত্রে এবং দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে একই মনোভাব থাকতে পারে। যখন কোন কাজ ত্বরা বা দ্রুতগতিতে করা হয়, তখন সেগুলি ফলপ্রসূ হয় না। তারা বন্ধ্যা এবং প্রাণহীন থাকার ঝুঁকিতে থাকে যেমন আমরা হিতোপদেশ গ্রন্থে পড়ি: "অধ্যবসায়ীদের পরিকল্পনা অবশ্যই প্রাচুর্য্যের দিকে নিয়ে যায়, কিন্তু যারা তাড়াহুড়া করে তারা কেবল অভাবের জন্য আসে" *(হিতো ২১:৫-৬)*।

মারীয়া যখন জাখারিয়া এবং এলিজাবেথের বাড়িতে পৌঁছান, তখন একটি বিস্ময়কর সাক্ষাৎ ঘটে! এলিজাবেথ নিজেই ঈশ্বরের কাছ থেকে অলৌকিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, যিনি তাকে তার বৃদ্ধ বয়সে একটি সন্তান দিয়েছিলেন। যদিও তিনি "নিজে পরিপূর্ণ" ছিলেন না এবং তার নিজের সম্পর্কে কথা বলার অনেক কারণ রয়েছে কিন্তু তার যুবতী জ্ঞাতি বোন মারীয়া এবং তার গর্ভের ফলকে স্বাগত জানাতে মনোযোগী ছিলেন। মারীয়ার অভিবাদন শোনার সাথে সাথে এলিজাবেথ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে উঠলেন। এই ধরনের আশ্চর্য এবং আত্মার প্রসার ঘটে যখন আমরা সত্যিকারভাবে অন্যকে গ্রহণ করি, যখন আমরা নিজেদেরকে নয় বরং অন্যকে আমাদের কেন্দ্রে রাখি। জাখেয়র গল্পেও আমরা এটি দেখতে পাই। লুক লিখিত সুসমাচারে আমরা পড়ি যে, "যিশু যখন সেই স্থানে এসে পৌছলেন, তখন তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে তাকে বললেন, "জাখেয়, শীঘ্র নেমে এসো; কারণ আমাকে আজ তোমার বাড়িতে থাকতে হবে। তাই সে শীঘ্র নেমে এল এবং সানন্দে তাকে অভ্যর্থনা জানাল" *(লুক ১৯:৫-৬)*।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই যিশুর সাথে সাক্ষাতের অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং প্রথমবারের মতো ঘনিষ্ঠতা এবং শ্রদ্ধা উপলব্ধি হয়েছে, অতীতের বদ্ধমূল ধারণা এবং স্বীকৃতির অভাব দূর হয়েছে; এবং এমনকি প্রসন্ন দৃষ্টি অনুভব হয়েছে যা আমরা অন্য কারও কাছ থেকে পাই নি। শুধু তাই নয়, আমরা আবার এও বুঝতে পেরেছি যে, আমাদেরকে দূর থেকে আমাদের দেখা যিশুর জন্য যথেষ্ট ছিল না; তিনি আমাদের সাথে থাকতে চেয়েছিলেন এবং আমাদের সাথে তার জীবন ভাগ করে নিতে চেয়েছিলেন। এই অভিজ্ঞতার আনন্দ তাঁকে স্বাগত জানাতে, তাঁর সাথে থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে এবং তাঁকে আরও ভালভাবে জানতে তাগিদ দেয়। এলিজাবেথ এবং জাখারিয়া মারীয়া এবং যিশুকে

তাদের বাড়িতে স্বাগত জানালেন। এসো আমরা এই দুই প্রবীণ ব্যক্তির কাছ থেকে আতিথেয়তার অভিজ্ঞতা শিখি! তোমার বাবা-মা, দাদা-দাদি/নানা-নানি এবং তোমার সমাজের জ্যেষ্ঠদের জিজ্ঞাসা কর, তাদের জীবনে ঈশ্বর এবং অন্যদেরকে স্বাগত জানানোর অর্থ কী। তোমার আগে যারা একাজ করেছে তাদের অভিজ্ঞতা শুনে তুমি উপকৃত হবে।

প্রিয় তরুণ-তরুণীরা, এখনই সময় এসেছে যখন আমরা দ্রুত ও তাড়াতাড়ি করে বাস্তব সাক্ষাতের দিকে, যারা আমাদের থেকে ভিন্ন তাদেরকে সত্যিকারে গ্রহণ করতে যাত্রা করব। যুবতী মারীয়া এবং বয়স্ক এলিজাবেথের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। কেবলমাত্র এইভাবেই আমরা - প্রজন্মগত, সামাজিক শ্রেণীগত, জাতিগত এবং অন্যান্য গোষ্ঠীগত নানা দুরত্ব কমিয়ে সেতুবন্ধন তৈরি করতে এবং এমনকি যুদ্ধের অবসান ঘটাতো পারব। যুবারা সবসময় খণ্ডিত ও মানব পরিবারের বিভাজনের মধ্যে নতুন ঐক্যের আশা দৃশ্যমান করে। তবে এটা তখনই সম্ভব যখন তারা বড়দের জীবনকাহিনী আর স্বপ্নের কথা শুনে সেই স্মৃতি তাদের জীবনে রক্ষা করতে পারবে। "এটি কোন কাকতালীয় ঘটনা নয় যে, যখন গত শতাব্দীর যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা অর্জনকারী প্রজন্ম মারা যাচ্ছে তখনই যুদ্ধ আবার ইউরোপে ফিরে এসেছে" *(২০২২ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব দাদা-দাদি এবং প্রবীণ দিবসের বার্তা)*। আমাদের তরুণ এবং বৃদ্ধদের মধ্যে একটা সন্ধি হওয়া প্রয়োজন, পাছে আমরা ইতিহাসের কথা ভুলে যাই। আমাদের বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান সব ধরনের মেরুকরণ এবং চরমপন্থাকে অতিক্রম করতে হবে।

সাধু পল, এফেসীয়দের কাছে লিখেছেন যে, "তোমরা যারা একসময় দূরে ছিলে, খ্রিস্টযিশুতে, খ্রিস্টের রক্তের গুণে নিকটবর্তী হয়েছ। কেননা তিনি নিজেই আমাদের শান্তির; ... তিনি তার দেহে দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন এবং বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী প্রাচীর অর্থাৎ শত্রুতা ভেঙে ফেলেছেন *(এফে ২:১৩-১৪)*।" প্রতিটি যুগে মানব সমাজের সকল চ্যালেঞ্জের প্রতি যিশুই হচ্ছেন ঈশ্বরের একমাত্র সাড়াদান। মারীয়া যখন এলিজাবেথের সাথে দেখা করতে যান তখন তার মধ্যে সেই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। মারীয়া তার বয়স্ক আত্মীয়ের জন্য সবচেয়ে বড় উপহার যেটি এনেছেন তা হল যিশু নিজেই। নিঃসন্দেহে, তিনি যে তাৎক্ষণিক সহায়তা দিয়েছিলেন তা ছিল সবচেয়ে মূল্যবান। তবুও কোন কিছুই জাখারিয়ার ঘরকে কুমারীর গর্ভে যিশুর উপস্থিতির মতো এত আনন্দ এবং সন্তুষ্টি দিতে পারে নি, অথচ তা এখন জীবন্ত ঈশ্বরের এক নিয়ম সিঁন্দুক। সেই পাহাড়ী গ্রামে, যিশু তাঁর নিছক উপস্থিতিতে এবং একটি শব্দও উচ্চারণ না করে, তাঁর প্রথম "পর্বতে উপদেশ" প্রচার করেছিলেন। যারা ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ যারা দরিদ্র এবং বিনম্র তাদেরকে তিনি ধন্য বলে ঘোষণা করেছিলেন।

প্রিয় যুবক-যুবতীরা, তোমাদের জন্য আমার বার্তা হচ্ছে: যিশু, যিনি মণ্ডলীর কাছে অর্পিত মহান বার্তা! হ্যাঁ, যিশু নিজেই, আমাদের প্রত্যেকের জন্য তাঁর অসীম ভালবাসায়, তাঁর পরিত্রাণ এবং নতুন জীবন তিনি আমাদের দান করেছেন। মারীয়া আমাদের আদর্শ; তিনি আমাদের দেখান কিভাবে আমাদের জীবনে এই বিরাট দানকে স্বাগত জানাতে হয়, অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে হয় এবং এইভাবে খ্রিস্টকে, তাঁর করুণাময় ভালবাসা এবং গভীরভাবে আহত মানবতার জন্য তাঁর উদার সেবা নিয়ে আসতে হয়।

একসাথে লিসবনের দিকে যাত্রা!

মারীয়া তোমাদের অনেকের মতই একজন যুবতী নারী ছিলেন। তিনি আমাদেরই একজন ছিলেন। একজন ইতালীয় বিশপ ডন তোনিনো বেলো, মারীয়ার নিকট এই প্রার্থনাটি সম্বোধন করে বলেছিলেন: "পবিত্রা মারীয়া..., আমরা ভাল করেই জানি যে, তুমি সমুদ্রের গভীরে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ছিলে। আমরা যদি সমুদ্র-উপকূলে থাকার জন্য তোমাকে অনুরোধ করি, তার মানে এই নয় যে, আমরা তোমাকে সমুদ্র-গভীরে যাত্রা থেকে বিরত করছি। কিন্তু আমাদের হতাশার সমুদ্র সৈকতে তোমার ঘনিষ্ঠতা দেখে আমরা যেন বুঝতে পারি যে, তোমার মতো আমরাও স্বাধীনতার সুউচ্চ সমুদ্রের যাত্রা করার আহ্বান পেয়েছি" *(মারীয়া, দন্না দেই নস্ত্রি জর্নি, চিনিসেল্লো বালছামো, ২০১২, ১২-১৩)*।

আমি আমার কয়েকটি পত্রে পর পর উল্লেখ করেছি যে, পর্তুগাল থেকে পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে প্রচুর সংখ্যক যুবক-যুবতী, অনেক মিশনারী, অজানা বিশ্বের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল দেশ ও জাতির সাথে যিশুর সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য *(২০২০ বিশ্ব যুব দিবসের জন্য, বার্তা)*। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সেই মাতৃভূমিকে মা মারীয়া একটি বিশেষ সাক্ষাৎ-দর্শন দানের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। ফাতিমার কাছ থেকে, তিনি সব বয়সের লোকদের কাছে ঈশ্বরের প্রেমের শক্তিশালী এবং মহৎ বার্তা উচ্চারণ করেছিলেন, যা আমাদেরকে পরিবর্তন এবং সত্যিকারের স্বাধীনতার দিকে আহ্বান করে। আরও একবার, আমি তোমাদের প্রত্যেক তরুণদের মহান আন্তঃমহাদেশীয় তীর্থযাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা আগামী আগস্টে লিসবনে বিশ্বযুব-দিবস উদ্‌যাপনে পরিণত হবে। আমি তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আগামী ২০ নভেম্বর, খ্রিস্টরাজার মহাপর্বে, আমরা সারা বিশ্বের স্থানীয় মণ্ডলীর সাথে একত্র হয়ে বিশ্ব-যুব দিবস উদ্‌যাপন করব। এই বিষয়ে, Dicastery for the Laity, the Family and Life- এর কর্তৃক প্রকাশিত "স্থানীয় মণ্ডলীতে বিশ্ব যুব দিবস উদ্‌যাপনের জন্য পালকীয় নির্দেশিকা" দলিলটি তরুণদের পালকীয় যত্নে অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে।

প্রিয় তরুণেরা, এটা আমার স্বপ্ন যে, বিশ্ব যুব-দিবসে তোমরা ঈশ্বর এবং আমাদের ভাই ও বোনদের সাথে সাক্ষাতের আনন্দ নতুনভাবে অনুভব করতে সক্ষম হবে। দীর্ঘ সময়ের সামাজিক দূরত্ব এবং বিচ্ছিন্নতার পর, আমরা সবাই লিসবনে আবার আবিষ্কার করব- ঈশ্বরের সাহায্যে- মানুষ এবং প্রজন্মের মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আলিঙ্গনের আনন্দ, পুনর্মিলন ও শান্তির আলিঙ্গন, নতুন মিশনারি ভ্রাতৃত্বের আলিঙ্গন! পবিত্র আত্মা তোমাদের হৃদয়ে "জেগে উঠার" আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলুন এবং সমস্ত মিথ্যা-সীমানাকে পেছনে ফেলে, মণ্ডলীর সিনড-প্রক্রিয়ার আলোকে একসাথে যাত্রা করার আনন্দ দান করুন। এখন জেগে উঠার সময়! এসো, মারীয়ার মতো আমরাও "উঠে, সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করি"। এসো, আমরা যিশুকে আমাদের হৃদয়ে বহন করি এবং যাদের সাথে আমরা দেখা করি তাদের সকলের কাছে তাঁকে নিয়ে যাই! তোমাদের জীবনের এই সুন্দর সময়ে, এগিয়ে যাও এবং পবিত্র আত্মা তোমাদের মধ্যে যে সমস্ত ভাল কাজ করতে পারেন তা বন্ধ করে দিও না! আমি তোমাদের স্বপ্ন এবং তোমাদের যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপ স্নেহভরে আশীর্বাদ করি।

+ ফ্রান্সিস

রোম, সেন্ট জন লাতেরান, ১৫ আগস্ট ২০২২
কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন পর্ব

ভাষান্তর: ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি
নির্বাহী সচিব ও জাতীয় যুব সমন্বয়কারী
এপিসকপাল যুব কমিশন, সিবিসিবি, ঢাকা।

কৃতজ্ঞতায়: মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

সাধারণ কালের ৩৪তম রবিবারে মণ্ডলীতে খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব পালন করা হয়। এই মহাপর্বের মাধ্যমে আমরা সাধারণ কালের উপাসনা বর্ষের পঞ্জিকা শেষ করে, আগমনকালে প্রবেশ করি। যার মাধ্যমে আরেকটি নতুন উপাসনা বর্ষ শুরু হয়। পোপ একাদশ পিউস ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টরাজার এই মহাপর্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই মহাপর্ব প্রতিষ্ঠায় পোপ একাদশ পিউসের উদ্দেশ্য ছিলো, 'সাধারণকালের ৩৩টি সপ্তাহজুড়ে মণ্ডলী বিভিন্ন উপাসনিক রীতিতে পালন করা হয়। শেষ সপ্তাহে এসে খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব পালন করে খ্রিস্টের কৃপা, দয়া, ভালোবাসা ও অনুগ্রহদানের জন্যে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তাঁর চরণে যেন নতজানু হয়ে; খ্রিস্টকে রাজা হিসাবে; একমাত্র মুক্তিদাতা হিসাবে গ্রহণ করে; তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে আমরা যেন নতুন আরেকটি উপাসনা বর্ষে প্রবেশ করতে পারি। এজন্যেই সাধারণকালে শেষ সপ্তাহে মণ্ডলী এই মহাপর্বটি পালন করে থাকে।

আমরা খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব পালনের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টকে রাজা বলে স্বীকার করি। বিগত বছরে অনেক দান, কৃপাশীর্বাদ, ভালবাসা পেয়েছি, তার জন্য খ্রিস্টরাজাকে জানাই ধন্যবাদ। সর্বপরি তাঁর সমস্ত নীতি-নির্দেশনা মেনে চলতে প্রতিজ্ঞা করি। খ্রিস্টের রাজত্ব অন্যান্য রাজত্বের মত নয়। আমাদের রাজা ক্রুশবিদ্ধ রাজা, রাজার রাজমুকুট ছিল কাঁটার মুকুট। তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু প্রজাদের প্রতি ভালবাসারই নামান্তর। যারা যিশুর কণ্ঠস্বর শোনে ও সত্যে জীবন-যাপন করে তারাই তাঁর রাজ্যের প্রজাবৃন্দ। খ্রিস্টের রাজত্ব চিরকালীন রাজত্ব, অক্ষয়, শাশ্বত। দায়িত্বশীল প্রজা হিসাবে আমরা তাঁর নীতি-নির্দেশ মেনে চলি। কেননা তিনি বলেছেন, "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক *(মার্ক ৯:৩৪)*।" খ্রিস্টের প্রকৃত প্রজা হতে হলে আমাদের প্রয়োজন আত্মত্যাগ, বাধ্যতা, সরলতা ও সততা। তাঁর প্রতি আনুগত্য, প্রেমপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং সর্বপরি তাঁকে এবং ভাই মানুষকে নিজের মতো ভালবাসা। খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব দিনে আমরা যেন তাঁর ঐশরাজ্যের যোগ্য প্রজা হয়ে উঠতে পারি।

আমরা সবাই জানি রাজা কাকে বলে। রাজার থাকবে বিরাট এক রাজ্য বা সাম্রাজ্য; থাকবে উজির, মন্ত্রী, বিশাল সৈন্য সামন্ত; দাস-দাসী। রাজকীয় তাঁর চলাফেরা; বিলাসবহুল প্রাসাদে তার জীবন-যাপন। পৃথিবীর এই রাজা, শাসকগণ আমাদের দৃষ্টিতে অনেক শক্তিশালী, ক্ষমতাধর। অথচ আমরা জানি তাদের এই ক্ষমতা, এই প্রতাপ বেশিদিন স্থায়ী হয় না। একদিন না একদিন তাদের এই রাজত্ব শেষ হয়ে যায়। একসময় সম্রাট নেপোলিয়ান শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন। যিনি তরবারি দ্বারা পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক দখল করে নিয়েছিলেন। সেই নেপোলিয়নও যুদ্ধে পরাজিত হন। তাঁকে নির্জন জনমানবহীন হেলেনা দ্বীপে নির্বাসনে পাঠানো হয়। সেখানে একদিন তাঁর এক নির্বাসিত সঙ্গীর সাথে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, এক সময় আমার জন্য হাজার হাজার লোক যুদ্ধ করতে এমনকি মরতে প্রস্তুত ছিল; আমার একটি কথাই এর জন্য যথেষ্ট ছিল। অথচ আজ এই নির্জন দ্বীপে আমি কত অসহায়! এখন আমার জন্য কেউ লড়াই করবে না। আমার রাজ্যও উদ্ধার হবে না। শেষে তিনি স্বীকার করে বলেছিলেন, খ্রিস্টের আর আমার রাজত্বের মধ্যে কত তফাত! আমার রাজত্বের শেষ এখানেই আর খ্রিস্টের রাজত্ব চিরদিনের। জগতের অন্তীমকাল পর্যন্ত।

খ্রিস্টরাজা ও তাঁর রাজ্যের দিকে তাকালে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখতে পাই। প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থে এই রাজাকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়েছে, "তিনি অনন্য মন্ত্রণাদাতা, মসীহ বা খ্রিস্ট অভিষিক্তজন, ইম্মানুয়েল (ঈশ্বর আমাদের সঙ্গেই আছেন), দায়ুদের পুত্র, শান্তির বরপুত্র, ঈশ্বরের বিনম্র সেবক, উত্তম মেষপালক, ঈশ্বরের মেষশাবক" ইত্যাদি। অন্যদিকে *প্রত্যাদেশ ১৭:১৮* গ্রন্থে "পৃথিবীর সকল রাজার রাজা, অধিরাজ" নামে অভিহিত করা হয়েছে। পিলাতের প্রশ্নে যিশু কি উত্তর দিয়েছেন, নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে? তিনি বলেছিলেন "হ্যাঁ, আমি রাজা, তবে আমার রাজ্য এ জগতে নয়; আমি এসেছি সত্যের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতে *(যোহন ১৮:৩৬)*।" আমরা জানি সেই সত্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি কোন রাজনৈতিক দল গঠন করেন নি, সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেন নি; এমনকি কারো প্রাণও কেড়ে নেননি। বরং তিনি নিজের বুকের রক্ত ঝরিয়েছেন; ক্ষমা ও ভালবাসার কথা বলেছেন। তাঁর রাজত্ব সত্য, ন্যায্যতা ও শান্তির অবস্থানে। যেখানে ধনী-গরীবের ভেদাভেদ থাকবে না, পরস্পরের প্রয়োজনে সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিবে; ক্ষমা আদান-প্রদানে কেউ ক্লান্ত হবে না এবং সকলে একসাথে সামনের দিকে এগিয়ে চলবে।

জগতের রাজা ও খ্রিস্টরাজার মধ্যে এমন শত শত পার্থক্য আমরা দেখতে পাই। জগতের রাজা-প্রজার সেবা গ্রহণ করেন কিন্তু খ্রিস্ট নিজে প্রজাদের সেবা করেছেন। জগতের রাজাগণ সম্মান, মর্যাদা ক্ষমতা, ধনসম্পদ দাবী করেন কিন্তু খ্রিস্ট নিজেকে বিনম্র করেছেন; নিজেকে রিক্ত করেছেন, শূণ্য করেছেন। জগতিক শাসকরা নিজেদের বাঁচাতে প্রজাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন আর খ্রিস্ট প্রজাদের বাঁচাতে নিজে মৃত্যুর সম্মূখীন হয়েছেন; অথচ এ মহান রাজাকে পৃথিবী চিনতে পারেনি; রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি। খ্রিস্ট যে রাজা, যিশুর পাশে সেই অনুতপ্ত চোর ঠিকই চিনতে পেরেছিল; তাই তো সে বলেছিল, "যিশু, আপনি যখন রাজত্ব করতে আসবেন, তখন আমার কথা একটু মনে রাখবেন! *(লুক ২৩:৪২)*।" উত্তরে যিশু বলেছেন, "আজই তুমি আমার সঙ্গে সেই অমৃতলোকে স্থান পাবে! *(লুক ২৩:৪৩)*।"

দীক্ষাস্থানের সময় আমরা তিনটি বর লাভ করেছি: রাজকীয়, যাজকীয় ও প্রাবক্তিক। তাই খ্রিস্টরাজার রাজত্বে আমরাও রাজা। খ্রিস্টরাজার মহাপর্বে আমাদের প্রত্যেকে সেই শ্বাশত রাজ্যে নিমন্ত্রণ ও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। যে কোন দেশের নাগরিক হিসাবে দেশের নীতিমালা, আইনকানুন যেমন মেনে চলি, তেমনি খ্রিস্টের রাজ্যে প্রবেশের জন্য সেই রাজ্যের নীতিমালাও আমাদের মেনে চলতে হবে। তাঁর নীতিমালা হলো বিশ্বাস, ক্ষমা, ভালোবাসা ও সেবা। বর্তমান আধুনিক জীবনে খ্রিস্টের জায়গায় অনেক কিছুকে আমাদের জীবনের রাজা হিসাবে স্থান দিই; খ্রিস্টের অনুগত না থেকে আমরা জাগতিক মোহমায়া, অস্থায়ী ভোগ্য সামগ্রীর বশ্যতা স্বীকার করি। ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়াই সবকিছু করার দুঃসাহস দেখাই। পরলোকগতদের ভক্তবৃন্দের স্মরণে গানের কথা মনে করিয়ে দেয় "সময় আছে জীবনকালে নাহি উপায় মরণ হলে; যে যেমন ভাবে চলে সেইরূপে হয় তার মরণ।" খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব এই সত্যই ঘোষণা করে যে, খ্রিস্ট ছাড়া আসলেই গতি নেই; কারণ তিনিই এই পৃথিবীর সবকিছুর স্রষ্টা, স্বর্গ ও মর্ত্যের প্রভু। আমাদের সকল বিশ্বাস, আরাধনা, পূজা-অর্চনা এই যে প্রতি রবিবারে গির্জায় আসা সবকিছুর কেন্দ্রে আমাদের একটাই আশা খ্রিস্টের সেই শ্বাশত, সুন্দর রাজ্যে প্রবেশ করা। সাধু আথানিসিউস বলেছেন, "ঈশ্বর মানুষ হলেন যেন মানুষ ঈশ্বর হতে পারে।" তাই যিশু যেমন রাজা, আর তাঁর ভালবাসার রাজত্বে আমরাও রাজা। খ্রিস্ট হলেন রাজাধিরাজ; বিশ্বরাজ। তিনি দেবদূত, মানুষ ও বিশ্বের স্রষ্টা। খ্রিস্টেতে সব কিছুর সূচনা। তিনিই জীবনের উৎস। কারণ তাঁর দ্বারাই সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে *(যোহন ১:৩)*। তিনি মানব জাতির কাছে অদৃশ্য ঈশ্বরকে দৃশ্যমান করেছেন। আমাদের কর্তব্য হবে যিশু রাজার মত রাজা হিসেবে আমরাও যেন অন্যদের ভালবাসতে পারি। কেননা "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি স্বত্বে?"

তথ্যসূত্র

- বন্দ্যোপাধ্যায়, সজল ও খ্রীস্তিয়াঁ মিংঙো এস. জে. (সম্পাদিত): ***মঙ্গলবার্তা,*** জেভিয়ার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।
- গমেজ, ফাদার জয়ন্ত এস (সম্পাদক): ***সাপ্তাহিক প্রতিবেশী,*** ৭৪ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ৩০-০৬ নভেম্বর, ঢাকা, ২০১৪॥

স্মরণে যেরোম ডি'কস্তা

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

কানাডার রিজাইনা থেকে আমার বেয়াই রাফায়েল পালমা, নভেম্বর ৬, ২০২২ তারিখে ম্যাসেঞ্জারে কল দিয়ে আমাকে না পেয়ে টেক্সট ম্যাসেজ পাঠালেন, 'আজ টরেন্টোতে শ্রদ্ধেয় যেরোমদা (যেরোম ডি'কস্তা) মৃত্যুবরণ করেছেন।' ম্যাসেজটি দেখেই রাফায়েল পালমাকে ম্যাসেঞ্জারে ফিরতি কল দেই। তিনি ভারী কণ্ঠে বললেন, দাদার এক ছেলের কাছ থেকে আমিও ম্যাসেজ পেয়েছি। তাই আমি নিশ্চিত, দাদা আর নেই!' এভাবে আচমকা, যেরোমদার চিরতরে চলে যাওয়ার দুঃসংবাদ পাবো, তা কল্পনারও অতীত!

বিগত ২৬ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে কানাডার টরেন্টোতে বাড়িতে গিয়ে তার যেরোম ডি'কস্তার সাথে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সপরিবারে আমরা টরেন্টোতে গিয়েছিলাম, আমাদের ছোট ছেলের বিয়ের এনগেজমেন্ট অনুষ্ঠান করার উদ্দেশে। সেই অনুষ্ঠানে আমাদের দু'পক্ষের আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যেরোমদার ও বৌদির উপস্থিত থাকার কথা ছিল। আমিও সুদীর্ঘকাল পর দাদার সাথে সাক্ষাৎ করতে উদ্‌গ্রীব ছিলাম। কিন্তু সেদিন, আমার সেই আশা পূরণ হয়নি! দাদার অসুস্থতার জন্য, বৌদি দাদাকে নিয়ে কমিউনিটি সেন্টারে আসতে সাহস করেননি।

শ্যামল জেমস রোজারিও, রাফায়েল পালমা ও লেখকের সাথে প্রয়াত যেরোম ডি'কস্তা (ক্রস চিহ্নিত)

তাই ঠিক করেছিলাম, তার বাড়িতে গিয়েই দেখে আসি দাদাকে ও বৌদিকে। সেদিন শিখা তেরেজা পালমা রাফায়ল পালমা, শ্যামল জেমস রোজারিও এবং আমি, প্রবীণ গমেজের গাড়িতে চড়ে টরেন্টোর অন্টারিওস্থ যেরোমদার বাড়িতে যাই। দাদা আমাদের সময় দিতে পারবেন কিনা, যাবার আগে ফোনে বৌদির সাথে কথা বলে প্রবীণ নিশ্চত হয়। বৌদি যেরোমদার সাথে দেখা করার সম্মতি দিয়েছিলেন।

যেরোমদার বাড়িতে পৌঁছে দেখি, দাদা তার ড্রয়িং রুমে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন! তার নাকে লাগানো রয়েছে অক্সিজেনের লম্বা নল! অদূরেই একটি মেশিন চলছিল। তা থেকে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা। মূলতঃ এত ঝামেলার কারণেই দাদাকে নিয়ে বৌদি আমাদের অনুষ্ঠানে যাননি।

তো, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই দাদা এবং বৌদি আমাদের স্বাগত জানিয়েছিলেন। সত্যি, এতদিন পর দাদা ও বৌদিকে দেখে আমি আপ্লুত হয়েছিলাম! আমার মন কিছুটা বিষণ্ন ছিল। আমার ডিএসএলআর ডিজিটাল ক্যামেরা সাথে নিয়ে গিয়েও, মনের ভুলে তা প্রবীণের বাসায় রেখে গিয়েছিলাম! তাই মোবাইল ফোনে সংযুক্ত ক্যামেরাতেই, দুধের স্বাদ ঘোলে সারতে হলো! অবশ্য আমার বেয়াই তার ডিজিটাল ক্যামেরায়, কিছু ছবি এবং ভিডিও ধারণ করেছিলেন। বৌদি তাৎক্ষনিক আয়োজনে চিতই পিঠা, চিকেনকারী, চা ও কফির ব্যাপক সমাহারে আমাদের আপ্যায়ন করে ছেড়েছিলেন! বৌদি, 'হাই খ্রীষ্টফার কেমন আছো ভাই' বলে আমাকে অবাক করে দিয়েছেন। এত বৎসর পরেও আমাকে মনে রেখেছেন বৌদি!

অনেকক্ষণই ছিলাম আমরা, যেরোমদার সান্নিধ্যে। দাদা অতীতের অনেক বিষয়ে স্মৃতিচারণ করলেন। সেখানে ছিল 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী', 'প্রতিবেশী প্রকাশনী', 'বাণীদিপ্তী', বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাস প্রসঙ্গ, আমাদের খ্রিস্টীয় সমাজ, এবং একই সাথে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ সহ নানা প্রসঙ্গ। উল্লেখ্য, যেরোমদা, রাফায়েল পালমা, শ্যামল জেমস রোজারিও এবং আমি সকলেই ছিলাম ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের কর্মী। প্রায় দু'ঘণ্টা ব্যাপী আলাপচারিতায় আমরা, পিছনে রেখে আসা বাংলাদেশকে সামনে রেখে সোনালি দিনগুলির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বিচরণ করেছি। আমরা সকলেই যেন 'নস্টালজিক' হয়ে পড়েছিলাম! সেদিন এতটুকু চিন্তা করিনি, দাদার সাথে এ আলাপনই আমাদের জীবন গ্রন্থের শেষের পাতায় সোনালি হরফে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে! তার সাথে এ দেখাই হলো; আমাদের শেষ দেখা!

আমাদের পেয়ে, প্রতিবেশীর সেই সোনালি দিনগুলির স্মৃতিচারণ করেছিলেন দাদা। সে সময় প্রতিবেশীর সম্পাদক ফাদার জ্যোতি এ গমেজ এবং অন্যান্যদের মত যেরোমদাও আমাদের লিখতে অনুপ্রাণিত করেছেন। প্রতিবেশীর বাইরে, জাতীয় দৈনিকে ও সাময়িকে সমান তালে লিখতেও বলতেন। শুধুমাত্র লেখা নয়, পড়তেও হবে প্রচুর। একটি বই লিখার আগে, একটি লাইব্রেরির বই পড়ে শেষ করতে হবে, এই বলে প্রণোদিত করেছেন তিনি। যেরোমদার লক্ষীবাজারের বাড়িতে দেখেছি, বইয়ের বিশাল বহর! তাকের উপর তাক ভর্তি, শুধু বই আর বই! বাড়ির সিলিং পর্যন্ত বইয়ের আর পত্র-পত্রিকার লট! উঁচু মই লাগানো ছিল বই সংগ্রহ করার জন্য, আমি যা অন্য কোন লাইব্রেরিতে দেখিনি। উপর থেকে বই সংগ্রহ করার জন্য, মই ব্যবহার করতে দেখেছি যেরোমদার বাড়িতে! আমার মনে প্রশ্ন ছিল, কানাডা আসার পূর্বে তিনি, বইগুলোর কী ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন? অবশ্য আমাকে তিনটা বই উপহার দিয়ে এসেছিলেন। সেই প্রশ্নটা দাদাকে করতে পারিনি। ভুলেই গিয়েছিলাম! করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর এ রকমই, স্মৃতিভ্রম হচ্ছে। অনেক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার একটি, পোস্ট কোভিড সিন্ড্রোম ব'লেই বিশ্বব্যাপী যা পরিচিতি লাভ করেছে!

যেরোমদা তার সময় প্রতিবেশীতো কার্টুন, গল্পের স্কেচ করতে, আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এমনকি নিয়মিত কলাম লিখতেও সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন। যার ফল ছিল, আমার স্বনামে 'বাংলাদেশের হালচাল' শীর্ষক কলাম। অবশ্য আমার নিজের মনের দৈন্যতার কারণেই, তা বেশিদিন প্রলম্বিত করতে পারিনি। তিনি আমাকে প্রতিবেশীতে যোগ দিতেও বলেছিলেন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে আমি একই সাথে স্নাতকের ও প্যারামেডিক্যালের পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। আমি বলেছিলাম, দাদা, প্যারামেডিক্যালটা শেষ করি আগে। তাই দেখা হলেই যেরোমদা আমাকে বলতেন, 'কী খবর তোমার, বেয়ার ফুটেট (নগ্নপদী) ডক্টর?' নিধনদা ও যেরোমদা পরিবার নিয়ে প্রতিবেশীর কাছাকাছি পাশাপাশি সংলগ্ন বাড়িতে থাকতেন। আমরা কতবার যে তাদের সেই বাসায় ছুটে গিয়েছি আর চা-বিস্কুটে আপ্যায়িত হয়ে আড্ডায় মেতেছি, তার ইয়ত্তা নেই! এখন তাই মনে হয়, কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে আমাদের সেই সোনালি দিনগুলি!

তো, যেরোম ডি' কস্তাকে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে আমরা একজন সফল সম্পাদক হিসেবেই পেয়েছিলাম। তিনিই প্রথম একজন সাধারণ খ্রিস্টভক্ত, যিনি সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেছিলেন। সাংবাদিকতা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মার্কিন মুল্লুকে উচ্চতর পড়াশুনা, সবকিছু মিলিয়ে তাকে জ্ঞানে, প্রজ্ঞায় করেছিল সমৃদ্ধ।

প্রতিবেশীতে সেই সময়কার দিনগুলোর স্মৃতি আমাদের চেতনায় চিরভাস্বর হয়েই আছে! আমরা কয়েকজন কলেজ পড়ুয়া যুবক, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য 'উঠতি লেখক' হিসেবে প্রাণচঞ্চল ছিলাম। সুযোগ পেলেই গুলিস্তান, নবাবপুরের ঘিঞ্জি পরিসর কাটিয়ে জনসন রোড দিয়ে, কোর্টকাচারি, ভিক্টোরিয়া পার্ক পেরিয়ে ছুটে যেতাম লক্ষ্মীবাজারস্থ 'প্রতিবেশী' কার্যালয়ে। সেখানে দেখা মিলত, আমাদের কাছে 'তিন পণ্ডিত' খ্যাত নিধন ডি'রোজারিও, মার্ক ডি'কস্তা এবং যেরোম ডি' কস্তার সাথে। মাঝে মাঝে দর্শন মিলতো ফ্রান্সিস গমেজ, হেবল ডি'ক্রুজের। খ্রিস্টান ছাত্র কল্যাণ আয়োজিত বিভিন্ন সম্মেলনের এবং পরে বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক গোষ্ঠীর সাহিত্য আসরের এবং সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর নানাবিধ কর্মশালার সুবাদে আরও অনেকের সাথে পরিচিত হয়েছি। প্রতিবেশীতে পেয়েছিলাম সুবল এল রোজারিও, উইলিয়াম অতুল ও নীলু রুরামকে। এই আবহে আলো ডি'রোজারিও, অতুল সরকার, জেন কুমকুম রোজারিও, আলবার্ট প্রসাদ বসু, স্টিফেন কোড়াইয়া, জন মার্টিন ডি'রোজারিও, অনিমা চাকলাদার অনি, লিলি মেরীলিন কোড়ায়া, গডফ্রে প্রাণতোষ হালদার (প্রয়াত), লরেন্স দান্তে হালদার (প্রয়াত), এলড্রিক বিশ্বাস, মার্ক পেরেরা সহ আরও অনেকের সাথে পরিচিত হয়েছি। একসময় মার্শেল এ গমেজ, খোকন কোড়ায়া, স্বপন খ্রীষ্টোফার পিউরীফিকেশন (প্রয়াত) এবং আমি এই চারজনে মিলে গঠন করলাম 'প্রত্যয় সাহিত্য চক্র।' যেরোমদা সহ অনেকের উৎসাহ উদ্দীপনার কথা আজীবন মনে থাকবে।

যেরোম ডি' কস্তা সাংবাদিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ করেছেন ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। আমেরিকার 'ইউনিভারসিটি অব পোর্টল্যান্ড', অরেগন থেকে 'কমিউনিকেশন আর্টস' নিয়ে, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি উচ্চতর ডিগ্রি নেন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে তৎকালীন 'কোর' এবং পরে পরিবর্তিত 'কারিতাস বাংলাদেশ' নামক খ্রিস্টীয় সংস্থায় 'ইনফরমেশন অফিসার' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনিই প্রথম একজন সাধারণ খ্রিস্টভক্ত, যিনি কাথলিক যাজকদের দ্বারা প্রকাশিত বাংলাদেশের প্রাচীনতম প্রকাশনা সাপ্তাহিক 'প্রতিবেশী'তে একজন নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে এবং পরে প্রধান নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে দক্ষতার সাথে তার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন।

তিনি হংকং ভিত্তিক 'মেরিনল যাজক সম্প্রদায়' পরিচালিত কাথলিক সংবাদ সংস্থা 'উকান'-এর বাংলাদেশস্থ প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িকিতে তার প্রবন্ধ, নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন পারদর্শী চিত্রগ্রাহক। তার তোলা ছবি দৈনিক ইত্তেফাকের সাপ্তাহিক প্রকাশনা 'রোববার' এর প্রচ্ছদ হিসেবেও প্রকাশিত হয়েছে।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে দায়িত্ব পালনের পর যেরোম ডি'কস্তা, 'ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ' সংস্থায় 'কমিউনিকেশন ম্যানেজার' এবং 'এসোসিয়েট ডিরেক্টর অব পার্টনারশিপ ডিভিশন' হিসেবে ছিলেন এবং কিছু সময় 'এ্যাকটিং এক্সেকিউটিভ'-এর দায়িত্বও পালন করেছেন। এরপর তিনি সপরিবারে কানাডায় থিতু হন। সেখানে তিনি 'সুপার ড্রাগ মার্ট'-এ 'সার্ভিস পারসোনেল'-এ দীর্ঘ সময় কর্মরত ছিলেন। কানাডাতেও তিনি একজন সৃজনশীল মানুষ হিসেবে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। তার পেশার পাশাপাশি তিনি, 'বাংলাদেশ কানাডা এন্ড বিইয়ন্ড' নামে একটি ব্লগে তার দক্ষতার, নিরবিচ্ছিন্ন অক্লান্ত পরিশ্রমের এবং দায়িত্ববোধের স্বাক্ষর রাখেন। বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর, বিশেষতঃ কাথলিক জগতের বিভিন্ন তথ্যের সমাহারে তার এ ব্লগে সমৃদ্ধ করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। তার সৃষ্ট 'বাংলাদেশ কানাডা এন্ড বিইয়ন্ড' তথ্যসমৃদ্ধ ব্লগটি, মূল্যবান তথ্যভাণ্ডার হিসেবে আমাদের অনেকের সহায়ক হবে, মনে করি।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখির পাশাপাশি, তিনি 'সংবাদীয় কথকতা' শীর্ষক কলামটিও সুদীর্ঘসময় চালু রেখেছিলেন। অসুস্থ হয়ে পড়ার পূর্বসময় পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ ও দেশের বাইরে থেকে প্রকাশিত সংকলন, ম্যাগাজিনে বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করেছেন। একজন লেখক হিসেবে তিনি কাথলিক চার্চের সময়োপযোগী সংস্কার সাধনের জন্য বিভিন্ন আর্টিকেল লিখে, তার মতামত ব্যক্ত ক'রে তার প্রস্তাবনা পরিবেশন করেছেন।

তার লেখা, 'বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাস' তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থটি, মূল্যবান দলিল হিসেবেই সর্বশ্রেণির পাঠকের কাছে সমাদৃত হয়ে আসছে। এটি ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'প্রতিবেশী প্রকাশনী' থেকে প্রকাশিত হয়। আমাদের বিশ্বাস, আগামীতেও এই গ্রন্থটি গবেষণাধর্মী কর্মের জন্য প্রাজ্ঞজনের পক্ষে সহায়িকা হিসেবে এবং সাধারণ পাঠকের কাছে বহুল সমাদৃত হবে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক, লেখক, ব্লগার, অনুবাদক, ফটোগ্রাফার ও সমাজ সেবক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ, সৎ, অমায়িক, ধীরস্থির, হাস্যোজ্জ্বল এবং প্রজ্ঞাবান একজন অনুকরণীয় চরিত্রের মানুষ। বিভিন্ন বিষয়ে তার জ্ঞানের পরিধিও ছিল ব্যাপক। তিনি তার কথায়, পরামর্শে এবং যুক্তিতে সহজেই মানুষকে অনুপ্রাণিত ও ঋদ্ধ করতে পারতেন। তার সংস্পর্শে যারা এসেছেন, তারা নিশ্চয় এ কথা স্বীকার করবেন। তার জীবন থেকে অনেক কিছুই শিক্ষণীয় রয়েছে।

শ্রদ্ধেয় যেরোমদা একজন শহীদের সন্তান! তার বাবা পিটার ডি'কস্তা একাত্তরে সংঘটিত বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে শহীদ হন। বাংলাদেশ ও জনগণের প্রতি যেরোমদার ছিল গভীর শ্রদ্ধা, আনুগত্য এবং দায়িত্ববোধ। আমরা তার জীবনে, তারই প্রতিফলন দেখেছি।

যেরোম ডি'কস্তা নিজস্ব মেধা, মনন দিয়ে সমাজের জন্য, তার ঐকান্তিক দায়িত্ববোধের অমর স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন, যা আগামী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে অনেকের প্রেরণার উৎস হিসেবে টিকে থাকবে। এ সময় প্রত্যাশা রাখি, প্রতিবেশী প্রকাশনীর উদ্যোগে তার সমস্ত লেখা একত্রিত ক'রে একটি বই প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়া হবে। একই সাথে তার রচিত 'বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাস' গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ করে, তা সর্বশ্রেণির পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ করছি।

সেদিন, যেরোমদার বাসায় স্মরণীয় সেই সাক্ষাৎ পর্বের শেষে, তিনি চেয়ার থেকে উঠে, তার বৈঠকখানা থেকে হেঁটে আমাদের সাথে বেরিয়ে এলেন বাড়ির সামনের লনে। একসাথে আমরা ছবি তোললাম। তার হাতে হাত মিলিয়ে, শেষবিদায় নিলাম। দেখলাম, তিনি হেঁটে ভিতর বাড়ির দরোজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। পিছন দিকে ফিরে, তিনি আবার হাত নাড়ালেন। মনে মনে হয়তো বা বলেছেন, 'আবার তো হবে দেখা, এ দেখাই শেষ দেখা নয়!'

আমরা বাইরের বাগান সংলগ্ন ছাউনি ঘরে গেলাম। সেখানে, বৌদি আমাদের সাথে বসে ছবি তুললেন। তার সাথে কিছুক্ষণ অতীত ও বর্তমান নিয়ে কথা হলো। তারপর তার কাছ থেকেও বিদায় নিলাম আমরা পাঁচজন। গাড়িতে আসন নিলাম। গাড়ির দরজা বন্ধ হলো। বাইরে থেকে বৌদি হাত নেড়ে আমাদের 'বাই বাই' বললেন। 'আবার দেখা হবে' বলে, আমরাও হাত নাড়ালাম।

একান্ত আপন মানুষকে চিরতরে হারিয়ে, বৌদি এখন শোকে মুহ্যমান। তাকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা, আমাদের জানা নেই! আমাদের এ জগত থেকে যেরোমদা, এখন যোজন যোজন সীমাহীন দূরত্বে অবস্থান করছেন! তার পরিবারও আমাদের কাছাকাছি, পাশাপাশি নেই। এ সময় তবুও বলি, ভালো থাকুন বৌদি আপনারা পরিবারের সকলে মিলে। মহান ঈশ্বর, আপনাদের, প্রিয়জন হারানোর দুঃখভার লাঘব করুন! সান্ত্বনা দিন! তিনি মহান ঈশ্বর, যেরোমদাকে স্বর্গে তার আবাসে চির শান্তিতে রাখুন! এই প্রার্থনা করি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যেরোম ডি'কস্তার কিছু তথ্য রাফায়েল পালমার কাছ থেকে এবং 'বাংলাদেশ কানাডা এন্ড বিইয়ন্ড' ব্লগ থেকে সংগ্রহীত॥

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফাদার উইলিয়াম ইভান্স-এর অবদান

এলয়সিয়াস মিলন খান

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনে এক অনন্য স্মরণীয় ইতিহাস। এ মুক্তিযুদ্ধে একসাগর রক্তের বিনিময়ে বাঙালি জাতি দীর্ঘ প্রত্যাশিত স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান জন্মের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের শিকার হয়। তৎকালিন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি তাদের নিজস্ব স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বাঙালি জাতিকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে উপনিবেশিক মনোভাব নিয়ে বাঙালিদের ওপর শাসন-শোষণ চালাতে থাকলে তার প্রতিবাদে আন্দোলনের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে, শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যুগযুগ ধরে যাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে অমর হয়ে লেখা থাকবে তাদের মধ্যে অন্যতম শহীদ মিশনারী ফাদার উইলিয়াম পি ইভান্স সিএসসি।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ ১৩ নভেম্বর নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধশেষে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য যখন উদয়ের পথে ঠিক সেই সময় প্রতিহিংসাপরায়ণ পাক-বাহিনী তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ভক্তের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ ফাদার শহীদ ইভান্স অকুতোভয়ে হাসিমুখে ঈশ্বরের কাছে তার প্রাণ উৎসর্গ করেন।

জন্ম, শৈশব ও কৈশোর

ফাদার বিল ইভান্স ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ১৫ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের মাসাচুসেট্স অঙ্গরাজ্যের পিটস্ফিল্ড এলাকায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা-মাতার নাম চার্লস ও রোজ ইভান্স। তিন ভাই বিল, চার্লস ও জন। এদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। শৈশবকাল থেকেই বিল ছিলেন খুবই মেধাবী ও খেলাধূলায় পারদর্শী। নিজ জন্মস্থান পিটস্ফিল্ড প্রাইমারি ও প্রাথমিক স্কুলে পড়াশুনার শুরু থেকেই বালক বিল- এর সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হতে শুরু করে। পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধূলায়ও বালক বিল দক্ষতার পরিচয় দেন। বিশেষ করে বাস্কেটবল ও হকি খেলায় এলাকায় প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। একই সঙ্গে নেতৃত্বদানেও দক্ষতার পরিচয় দেন। বালক বিল- এর নেতৃত্বদানে অনুপ্রাণিত হয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে ৩ বছরের জন্যে তার ক্লাশের মনিটরের দায়িত্ব প্রদান করেন।

ধর্মীয় জীবনে আহ্বান ও গঠন প্রশিক্ষণ

কিশোর বিল-এর গুণাগুণে আকৃষ্ট হয়ে উত্তর ইষ্টার্নে অবস্থিত আওয়ার লেডি অফ্ হলি ক্রশ, সেমিনারীর পরিচালক ফাদার জেরাল্ড ফিটস্ তাকে পবিত্র ক্রুশ সংঘে আমন্ত্রণ জানান। সময়টি ছিল ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের হেমন্তের ছুটি। এই সেমিনারীটি বর্তমানে স্টোরহিল কলেজ নামে পরিচিত। বিল দুই বছর এই সেমিনারীতে অবস্থান করেন। সেমিনারীর প্রার্থনাপূর্ণ আধ্যাত্মিকতার জীবনে আকৃষ্ট হয়ে বিল সেমিনারীতে প্রবেশের আগ্রহ প্রকাশ করেন। অতঃপর *'এসো আমাকে অনুসরণ করো'* প্রভুর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি গঠনশালায় যোগদান করে নিজেকে পূর্ণতার পথে পরিচালনার আপ্রাণ চেষ্টায় ব্রতী হন।

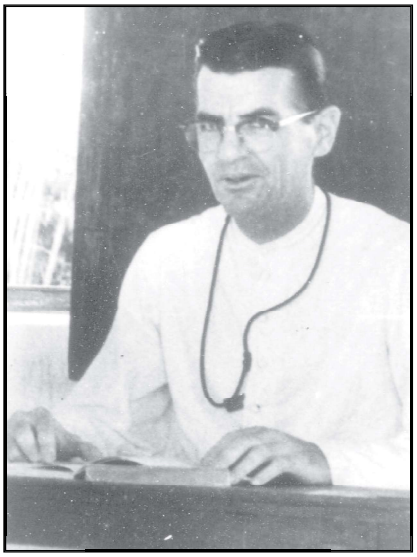

ফাদার শহীদ উইলিয়াম ইভান্স

নব্যাশ্রমে যোগদান

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে উইলিয়াম ইভান্স উত্তর ডার্টমাউথ-এ অবস্থিত পবিত্র ক্রুশ নব্যাশ্রমে প্রবেশ করেন এবং এক বছরের প্রশিক্ষণ শেষে ১৬ আগস্ট দারিদ্র্য, কৌমার্য ও বাধ্যতার প্রথম ব্রত গ্রহণ করেন। নব্যাশ্রমের প্রশিক্ষণান্তে তিনি মরো সেমিনারীতে পড়াশুনা অব্যাহত রাখেন। অতঃপর তিনি ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তী চার বছর তিনি ঐশশাস্ত্র ও মিশনশাস্ত্র নিয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত হলি ক্রশ ফরেন মিশন সেমিনারীতে অধ্যয়ন করেন। পবিত্র ক্রুশ সংঘে প্রবেশের পাঁচ বছর পর তিনি সংঘের শেষ ব্রত গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁকে যিশুর পবিত্র ক্রুশ প্রদান করা হয় যা তিনি যিশুর প্রতি গভীর ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ আজীবন বক্ষে ধারণ করেছেন। পরিধান করেছেন শুভ্র পোষাক।

যাজক ইভান্স

১০ জুন ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ওয়াশিংটন ডিসিতে নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অবস্থিত কলেজিয়েট পবিত্র হৃদয় গির্জায় তাকে যাজকপদে অভিষিক্ত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ এমলেতো তাকে যাজকপদে অভিষিক্ত করেন।

ঢাকায় আগমন

যাজক বিল প্রৈরিতিক কাজে যোগদানের জন্য ছিলেন খুবই আগ্রহী। তাই যাজকত্ব লাভের পাঁচ মাসের মধ্যেই তিনি পূর্ব বাংলায় আসার পরিকল্পনা করেন। তিনি ২০ নভেম্বর ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ, বাল্টিমোর থেকে জাহাজযোগে রওনা করেন। তার সঙ্গে ছিলেন ফাদার গ্রেগরী ষ্ট্যাগমায়ার, এডমন্ড গেডার্ড, রবার্ট ওয়েকুলিস ও ফাদার লুইস মায়ার। দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রাশেষে তারা ডিসেম্বরের শেষে ভারতের মাদ্রাজ শহরে পৌঁছান। অতপর কোলকাতা হয়ে তারা ঢাকা আসেন।

মিশন কাজের শুরু

যাজক ইভান্সকে প্রথম দায়িত্ব দেয়া হয় ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আঠারগ্রাম অঞ্চলের এক নিভৃত পল্লী তুইতাল পবিত্র আত্মার ধর্মপল্লীতে। এক বছর তিনি তুইতাল ধর্মপল্লীতে অবস্থান করে যাজকীয় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ফাদার এডুয়ার্ড ওয়েজেল-এর কাছে বাংলা ভাষা শিখেন।

অতপর তাকে নতুন দায়িত্ব দিয়ে ময়মনসিংহের বিড়য়াডাকুনী ধর্মপল্লীতে প্রেরণ করা হয়। এখানে তিনি সাত বছর পালকীয় দায়িত্ব পালন করেন। ধীরে ধীরে তিনি একজন অভিজ্ঞ মিশনারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। অতপর তিনি পর্যায়ক্রমে (১৯৪৭-১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ) কালীগঞ্জ অঞ্চলে তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, সিলেটের চা-বাগান, লক্ষীবাজার হলি ক্রশ ক্যাথেড্রাল, বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর পরিচালক, বালুচরা মিশন ও সর্বশেষ কর্মস্থল গোল্লা ধর্মপল্লীতে পালক পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ফাদার ইভান্সকে গোল্লা ধর্মপল্লীতে পালক নিযুক্ত করা হয়। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের প্রতি তাঁর

অগাধ ও অকৃত্রিম ভালবাসায় অচিরেই তিনি এলাকার সর্বস্তরের মানুষের কাছে একজন জনপ্রিয় পুরোহিত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

১৯৭১-এ শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। একজন ন্যায়পরায়ণ পুরোহিত হিসেবে তিনি মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে নিজেকে নিবেদন করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে তিনি স্থানীয় অসহায় ও নিরীহ মানুষের পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করেন, বিশেষ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনদের আশ্রয় দান করেন, নিরাপত্তা প্রদান করেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেন, ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ করতে অনুপ্রেরণা দান করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য স্থানীয় রাজাকার আলবদর বাহিনীর সদস্যরা এ-সমস্ত তথ্য স্থানীয় পাকবাহিনীর ক্যাম্পে জানিয়ে দেয়। কিন্তু সাহসী পালক ইভান্স যুদ্ধকালিন এই ভয়াবহ সময়েও তাঁর মানবীয় দায়িত্ব পালনে পিছু পা হন নি এবং প্রাণপ্রিয় ভক্তদের জন্য তার পালকীয় দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যায়ে ১৩ নভেম্বর, শনিবার অপরাহ্ন ফাদার ইভান্স তার নিজস্ব মহন মাঝির নৌকায় ইছামতি নদী বেয়ে বক্সনগর রওনা হন। গোল্লা থেকে নদীপথে বক্সনগর গ্রাম প্রায় ৬ কি মি। নৌকাটি মাঝপথে নবাবগঞ্জ পাইলট হাই স্কুলে পাক-সেনাদের ক্যাম্পের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় নদীর পাড়ে টহলরত পাক-সেনারা মাঝিকে নৌকা থামিয়ে পাড়ে ভিড়াতে বলে। মহন মাঝি নৌকা থামায়। নৌকার ভেতর একজন পাদ্রি সাহেবকে দেখে তাকে তারা স্কুলে অবস্থিত ক্যাম্পে নিয়ে যায়। আর দুইজন পাক-সেনা নৌকার ভেতর প্রবেশ করে নৌকা তল্লাশী করে। ক্যাম্পের ভেতর প্রায় ১৫/২০ মিনিট তারা ফাদারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এরপর ফাদার যখন নৌকার দিকে ফেরত আসছিলেন তখন তারা মহন মাঝিকেও নৌকা থেকে নামিয়ে এনে ফাদারের সাথে নদীপাড়ে একটি গর্তে (ট্রেন্স) নামতে বলে। মহন মাঝি মৃত্যু নিশ্চিত জেনে রুদ্রশ্বাসে দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ফাদারকে পাক-সেনারা নির্মমভাবে হত্যা করে তার মৃতদেহ ইছামতি নদীতে ফেলে দেয়।

বক্সনগরনিবাসী কয়েকজনের সাথে আলাপ করে জানা যায়, সম্ভবত পাক-সেনাদের ফাদারকে হত্যার কারণ তার মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ও মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা করা। ঐ সময় বক্সনগর স্কুলভিটার মিশনারী স্কুলে মুক্তিসেনাদের প্রশিক্ষণ চলছিল। কমান্ডার সিরাজ আহমেদের তত্ত্বাবধানে সেখানে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের শাহ্জালাল ও ইপিআর-এর আনোয়ার। যারা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা রিচার্ড মুকুল গমেজ, সিলভেস্টর বিকাশ গমেজ, মার্টিন সত্য গমেজ, গিলবার্ট অনু গমেজ, চার্লস সুবল গমেজ প্রমূখ। নবাবগঞ্জ থানার মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ছিল বক্সনগর গ্রামে এই তথ্য পাক-বাহিনীর জানা ছিল।

পরদিন ভোরে স্রোতস্বিনী ইছামতি নদীর ভাটিতে নবাবগঞ্জ থেকে প্রায় ৩ কিমি পূর্বে কোমরগঞ্জ এলাকায় জেলেদের মাছ ধরার ঘেঁরে ফাদারের মৃতদেহ পাওয়া যায়। সেখান থেকে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা মৃতদেহ উদ্ধার করে কোমরগঞ্জ মসজিদ প্রাঙ্গণে নিয়ে আসেন। মসজিদ থেকে কয়েকজন মুসলিম ভাই ফাদারের মৃতদেহের খবর গোল্লা মিশন ও বক্সনগর গ্রামে পৌঁছে দেন। এরপর মুক্তিযোদ্ধারা ফাদারের মৃতদেহ তুম্বায় বহন করে গোল্লা মিশনে নিয়ে আসেন। প্রথমে ফাদারের মৃতদেহ কোমরগঞ্জ থেকে নৌকা করে বিলের মধ্যদিয়ে গোবিন্দপুর নিয়ে আসেন, গোবিন্দপুর থেকে কাঁধে বহন করে মিশনবাড়িতে নিয়ে আসেন।

১৪ নভেম্বর বিকেল ৪টায় খ্রিস্টযাগ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান শুরু হয়। গির্জাঘরের ভেতর, বারান্দা ও বাইরের চত্বরে অগণিত ভক্তগণ উপস্থিত হয়ে তাদের প্রাণপ্রিয় ফাদারকে শেষবিদায় জানাতে সমবেত হন। সবারই চোখে-মুখে ভয়-আতঙ্কের ছায়া। অনেকের ধারণা ছিল হয়ত: পাক সেনা গির্জা আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু খুবই শান্ত, সৌম্য নীরবতায় খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। তৎকালিন মহামান্য আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর অনুরোধে ফাদার হিকেন্স প্রধান পুরোহিত হিসেবে খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন। প্রায় পাঁচ হাজার ভক্তজনগণ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন খ্রিস্টান, মুসলিম ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও যারা তাদের প্রাণের মানুষটিকে শেষ শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সম্মান জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

আর্চবিশপ মহোদয় তার উপদেশে চমৎকারভাবে যাজক ইভান্সের ধার্মিকতা ও ভালবাসাময় ব্যক্তিত্ব তোলে ধরেন। তিনি যাজক ইভান্স-এর অসাধারণ মানবপ্রেমের কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যারাই যাজক ইভান্সের সান্নিধ্যে এসেছে সবাইকেই তিনি গভীর আন্তরিকতায় গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, "His sincere, warm, personal interest in all of us is what brings us all here together in appreciation, respect and thankfulness to him". এভাবেই তাকে সমাধিতে চির শান্তিতে শায়িত করা হয়। তখন প্রকৃতিতেও শোকের ছায়া নেমে আসে। ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্তমিত হয়। গির্জার সন্ধ্যা ঘণ্টা বেজে উঠে। শত শত ভক্তজন মোমবাতি জ্বেলে কবরের পার্শ্বে নতজানু হয়ে প্রার্থনায়রত হন। একজন পবিত্র মানুষ, বড় ফাদার ও অমর শহীদ চিরনিদ্রায় শায়িত হন। তাকে গোল্লা গির্জার সমাধিস্থলে সমাহিত করা হয়। গোল্লা ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তদের জন্যে যাজক ইভান্স ছিলেন তাদের একজন প্রকৃত বন্ধু, একজন আদর্শ পালক, একজন শহীদ সাক্ষ্যমর।

১৩ জানুয়ারি শহীদ ফাদার ইভান্স- এর ৫১তম মৃত্যুবার্ষিকিতে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

তথ্যসূত্র:

- ***Father Evans, CSC, Missioner and Martyr'*** by Fr. Alfred D' Alonza, CSC
- Holy Cross Fathers' Achieve US Province, Indiana.

পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন

36/B, East Rajabazar, Dhaka-1215

সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পাদ্রীশিবপুর খ্রীষ্টান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ঢাকা এর সকল সম্মানীত সদস্যকে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা ও নির্বাচন নিম্নোক্ত স্থান ও সময় অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সাধারণ সভায় সকল সদস্যকে উপস্থিত থাকার জন্যে বিনীত অনুরোধ করছি।

সভার স্থান	:	তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
তারিখ	:	২ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	বিকেল ৪ টা

অঞ্জন বাড়ৈ
সেক্রেটারি

বিজ্ঞ/৩৪৭/২২

সম্পদ খাবে লোকে আর দেহ খাবে পোকে

সিস্টার মেরী এনিটা এসএমআরএ

জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে এ তিনটাই ঈশ্বরের হাতে। তা মেনে নেওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। তবুও বিশ্বাস করি এবং মেনেও নিই খুব সহজে। ঈশ্বর, আমাকে-আপনাকে রক্ত-মাংসের মানুষ করে তার প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করে নিজের কাছে রেখে দেননি। বরং পিতা-মাতার মধ্যদিয়ে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। এখানে দেখি ঈশ্বরের কি অগাধ ভালোবাসা। তিনি চাইলে অন্যভাবে অর্থাৎ পশু-পাখি, জীব-জন্তু করেও আমাকে পাঠাতে পারতেন। কিন্তু না। তিনি তা করেননি। বরং জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, ইচ্ছাশক্তি সব কিছুই দিয়েছেন। এখানেই আসে প্রশ্ন, কেন? কেন তিনি আমাকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন? এর উত্তর হলো, হওয়ার জন্য এবং করার জন্য। অর্থাৎ আমি-আপনি সত্যিকারের একজন মানুষ হয়ে যেন গড়ে উঠি। এই হওয়ার কোন শেষ নেই। নাম মানুষকে বড় করে না বরং কাজ মানুষকে বড় করে তোলে।

এ পৃথিবীতে আমার, আপনার জন্ম একবারই। শত চেষ্টা করে, কান্না-কাটি করে দ্বিতীয়বার আসা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়বার এসেছে কেউ তা কখনও শোনা যায়নি। তাই এখনই প্রকৃত সময়। সময় থাকতে থাকতে সব কিছু সঞ্চয় করে নেওয়ার। সুবর্ণ এক সুযোগ এখনই।

প্রতিদিন টিভিতে আমরা বিভিন্ন অভিনয় দেখে থাকি। এমনকি বিভিন্ন মঞ্চেও দেখি। অভিনয়ের শেষে কি হয় একটু চিন্তা ও কল্পনা করে দেখি। শেষে কি এই হয় না যে, ব্যক্তির অভিনয়ের উপর ভিত্তি করে পুরস্কার প্রদান করা হয় বলে, আমি তোমার অভিনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে এক হাজার টাকা প্রদান করলাম। কিংবা পুরস্কার হাতে তুলে ধরা হয়। আমাদের বেলাতেও ঠিক একই রকম। ঈশ্বর আমাদেরকে এই পৃথিবীতে অভিনয়ের জন্যে প্রেরণ করেছেন। মাত্র কয়েকটা বছরের জন্য। না চাইলেও অভিনয়টা শেষ করে ফিরে যেতে হবে। এটাই হবে জীবন দিয়ে সত্যিকারের অভিনয়। এখনে থাকবেনা মিথ্যা, ছলনা ও লুকোচুরি। এই অভিনয়ের উপর ভিত্তি করে তিনি (ঈশ্বর) আমাদেরকে পুরষ্কৃত করবেন। অর্থাৎ স্বর্গ অথবা নরক। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে কোন না কোন গুণ দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যেন তা কাজে লাগাতে পারি। অনেক মানুষের অনেক কিছু আছে। যা তারা নিজের যোগ্যতায় অর্জন বলে দাবি করে থাকেন। কিন্তু তা যে ঈশ্বর প্রদত্ত দান তা তারা ভুলে যায়। ফলে সেখানে ঈশ্বর নির্ভরতা এবং ঈশ্বর বিশ্বাস দিনে দিনে কমে যায়। একদিন সবই ছেড়ে চলে যেতে হবে তা যেন ভুলেই যায়।

প্রতিদিনকার জীবনে চলার পথে অনেক মানুষের সংস্পর্শে আমরা আসি। ভাল-মন্দ, ধনী-গরীব, সাধু-পাপী ইত্যাদি। কেউ আপন আবার কেউবা পর। কিন্তু সবাই মানুষ। সবাই এসেছি আবার সবাইকে একদিন চলে যেতেই হবে। যার যত আছে সে ততই চায়। এর চাওয়ার যেন কোন শেষ নেই। যার বেশি কিছু নেই তারা অল্পতে খুশি থাকতে চেষ্টা করে। যেমন দেখি, গাড়ী কিনলে তেল, তেল কিনলে ড্রাইভার, ড্রাইভার রাখলে টাকা ইত্যাদি ইত্যাদি। সেজন্য জীবনকে একটা জায়গায় এসে থামতে হয়, চিন্তা করতে হয়, পিছনের দিকে ফিরে তাকাতে হয়। আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় আছি, আর কোথায় যাব। এত ধন সম্পদ, টাকা পয়সা উপার্জন করে কি হবে। একটু ভেবে দেখি। চলার পথে অবশ্যই তা দরকার। কিন্তু কতটুকু দরকার তা হিসেব করে দেখতে হবে। এখন, এই মুহূর্তে তা করতে হবে। এই মাসে আমরা মৃত ভক্তদের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে থাকি। কবরে বাতি জ্বালাই, প্রার্থনা করি। তারা যেই পথে গিয়েছেন ঠিক আমাদেরও একদিন একই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে। তারা শুধুমাত্র আমাদের আগে আগে গিয়েছেন। সব কিছু ফেলে রেখে চলে গিয়েছেন। সুতরাং, "সম্পদ খাবে লোকে আর দেহ খাবে পোকে। আসুন, যত কিছু ভাল করা যায়, অন্যের মঙ্গল করা যায় তাই করি। আমার সাহায্যের হাত, ভাল পরামর্শ, সুন্দর করে কথা বলা, রাগ না করা, উপকার করা, সাহায্য করা ইত্যাদি। মৃত ভক্তদের সর্বদা স্মরণে রাখি আর প্রার্থনা করি॥

তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত মার্গারেট কস্তা
জন্ম : ১৭ অক্টোবর, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২২ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

মাকে আমার মনে পড়ে না, কোথায় গেছে চলে।
আঁধার রাতে ছুটে বেড়াই, মাকে মনে হলে।
মা আমায় বলেছিল, আগলে রাখবে মোরে।
সেই কথাটি রাখলো না মা, চলে গেল কাঁধে চড়ে।
শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত সব ঋতুতে মাকে খুঁজি;
মা যে কখন তারা হয়েছে সবার মুখে তা শুনি।
তবুও আমি মাকে খুঁজি দিন রাত্রির শেষে,
মা এখন জ্যোস্না ও জোনাকি হয়ে চারপার্শ্বে ঘুরে।

হে পরম করুণাময় পিতা ঈশ্বর, তোমার একনিষ্ঠ সেবিকা মার্গারেট কস্তার সকল অপরাধ, পাপ ক্ষমা কর এবং তার আত্মাকে তোমার স্বর্গরাজ্যে স্থান দান কর। আমেন।

তোমারই স্নেহের সন্তানেরা
মুক্তা নীলয়, নন্দা, গুলশান।

বিজ্ঞ/৩৪১/২২

সময় খুবই কম!

সিস্টার মেরী মিতালী এসএমআরএ

এইতো প্রায় এক মাস হতে যাচ্ছে, একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। খুবই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ একজন ব্যক্তির কথা অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে শুনছিলাম। শুনতে শুনতে হঠাৎ একটি জায়গায় এসে থেমে গেলাম। তিনি বলছেন, আমরা যেন সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠেই মনে আনি যে আমার হাতে "সময় খুবই কম"। এটা ছোট্ট একটি লাইন মাত্র কিন্তু আজও আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। অনেক ভেবে চিন্তে কথাটির সত্যতা যাচাই করে কথাটি আপন করে নিলাম। এর সাথে মনে প্রাণেই আমি এক হয়ে গেলাম। আমার বিশ্বাসের জীবনে একে স্থান করে দিলাম। আর মনে মনে ভাবলাম কথাটা অন্যদের সঙ্গে সহভাগিতা করা যাক। তাতে করে আমি যেমন সচেতন হয়েছি আমার দৈনন্দিন জীবন-যাপন, কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে এবং উপকৃতও হচ্ছি, অন্যদের বেলায়ও হয়তো বা তা হতে পারে। যেই কথা সেই কাজ। তাই সময় করে বসেই গেলাম কিছু একটু লিখবো বলে। যাই হোক যারা আমার লেখাটিতে চোখ রাখছেন তারাও হয়তো একমত হবেন যে কথাটা সত্য। আমাদের হাতে 'সময় খুবই কম'। তাই যা কিছু ভাল তা যেন কাল বিলম্ব না করেই আমরা করি। সত্য, সুন্দরকে অনুসরণ করে ভালো থাকি ও এক একজন আলোকিত মানুষ হয়ে উঠতে সচেষ্ট হই।

২য় করিন্থীয় ৫:৬ পদে সাধু পৌল বলেন, "পরমেশ্বর আমাদের অন্তরে তাঁর নিজের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন, আমরা যেন সেই ঐশ মহিমার জ্ঞানে আলোকিত হই, যে মহিমায় খ্রিস্টের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত হয়ে আছে!" "কিন্তু এই আলোর মহাসম্পদ আমরা যেন মৃন্ময় পাত্রেই বহন করে চলেছি, যাতে এই কথা প্রকাশ পায় যে, সেই আলোকসামান্য শক্তি আমাদের মধ্য থেকে নয়, পরমেশ্বরের কাছ থেকেই আসে। আমরা অবশ্য পদে পদেই দুঃখ কষ্ট পেয়ে থাকি, কিন্তু তবুও অভিভূত হই না। আমরা দিশেহারা হই, কিন্তু নিরাশ হই না। নির্যাতিত হই কিন্তু নিঃসহায় হই না। ভূপাতিত হই কিন্তু বিনষ্ট হই না। আমরা সর্বদা নিজেদের দেহে যিশুর মৃত্যু যন্ত্রণা বহন করে চলি, যাতে যিশুর জীবনও আমাদের এই দেহের মধ্যে যেন প্রকাশিত হয়! কারণ আমরা জীবিত হয়েও প্রতি মুহূর্তে যিশুর জন্যেই মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হতে চলেছি, যাতে যিশুর জীবনও আমাদের এই মর্ত্য দেহেরই মধ্যে প্রকাশিত হয়। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে যে, আমাদের মধ্যে নিত্য সক্রিয় মৃত্যুশক্তি *(২য় করি. ৫:৭-১২)*।" প্রতিদিনই আমরা যে একটু একটু করে সেই অজানা ক্ষণটির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। যার হাত থেকে কারও রেহাই নেই। সেই ধনীই বল বা গরীবই বল, উঁচু-নিচু, সুন্দর-কালো, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পদস্থ-অপদস্থ, নারী-পুরুষ, শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সবাইকেই এই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। তাইতো কবি বলেছেন, জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?

জন্ম, জীবন ও মৃত্যু– এইতো মানব জীবন। তবে বাস্তবে জীবন একটিই, শুধুমাত্র হয় তার অবস্থার পরিবর্তন। যেমন- শৈশব, কৈশোর, প্রাক-যৌবন, যৌবন, প্রাপ্তবয়স্ক এবং শেষে বৃদ্ধাবস্থা। ভাবতেও অবাকই লাগে যে মানব জীবনে প্রবেশ করার পথ সবার জন্যই যেমন একটি তেমনি পরপারে ফিরে যাবার পথও সেই একটি। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হলেই আমরা পাই এই নবজীবন। পৃথিবীর আলো-বাতাস, সবার স্নেহ-ভালোবাসা, আদর-যত্নে লালিত পালিত হয়ে এক অসহায় মানব শিশু একদিন স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠে। ধীরে ধীরে সেই শিশুটিই একদিন সবার সহযোগিতায় জ্ঞানে, বয়সে, শিক্ষা-দীক্ষায়, সমাজে, দেশে, মণ্ডলীতে সবার কাছে পরিচিতি লাভ করে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। আর এভাবে জীবনের বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করে শেষে ঠিক যেভাবে মাতৃগর্ভ থেকে বেড়িয়ে এসে একদিন জীবন শুরু করেছিল ঠিক তেমনি আবার জীবনের পরিসমাপ্তিতে একইভাবে সবাই মাটির গর্ভে চলে যায় এবং সেখানেই তার চিরস্থায়ী আবাস রচনা করে। তবে মৃত্যুতেই শেষ নয়। মৃত্যু হল অনন্ত জীবনের সূচনা মাত্র।

আর এই যে মাতৃগর্ভ থেকে মাটির গর্ভ এরই মাঝখানে যে সময়টুকু তাই হল জীবন। তবে এটা হল পার্থিব জীবন, এক ক্ষণস্থায়ী জীবন। এই সময় যে খুবই কম। কারণ আমরা কেউ জানি না কখন কার জীবন শেষ হবে। তাই যা কিছু ভাল করার আছে এখনই তা করতে হবে। এই সময়টুকু ঈশ্বর ভালোবেসেই আমাদেরকে দান করেছেন। যেন আমরা যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর, যাতে অন্যের মঙ্গল বয়ে আনে আমরা যেন তাই করি। আমাদের প্রত্যেকটি ভালোকাজের পুরস্কারতো আছেই। তাই বারবার মনে আনি সময় খুবই অল্প। ভালো যা কিছু করা সম্ভব তা যেন আমি সচেতনভাবেই করতে শুরু করি। অন্যথায় অবশ্যই আমাকে/আপনাকে হায় হুতাশ করতে হবে। কিন্তু হয়তো তখন আর সময় থাকবে না। কেননা এই জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। কখন যে কার ডাক আসবে আমরা কেউ তা জানি না। বুদ্ধিমানের কাজ- প্রস্তুত থাকা। এই পার্থিব জগতের সব কিছুর উপরই রয়েছে আমার অনন্ত জীবনের সুখ-দুঃখ, শাস্তিভোগ, বা স্বর্গ-নরক। মৃত্যুর পর যে অনন্ত জীবন তা চিরস্থায়ী। তাই চিরস্থায়ী সেই অনন্ত জীবনে সুখী হওয়ার পথ এখনই আমাকে খুঁজে পেতে হবে।

সুখী হওয়ার পথ ক্রুশকে ধরে রাখা। এরই মাধ্যমে খ্রিস্টের পুনরুত্থানকে ধরে রাখতে ও অভিজ্ঞতা করতে পারি। তাই দুঃখ-কষ্টের মধ্যদিয়েই আমাদেরকে পথ করে নিতে হবে। এরজন্য প্রয়োজন মঙ্গলবাণী পাঠ, ধ্যান ও সেই বাণী অনুসারে জীবন-যাপন করা। আত্মকেন্দ্রীকতা হল ক্রুশ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা। যিশুর উপর নির্ভরতা রাখলে, তারই পথে চললে আমার কোন কষ্ট হবে না। তাই সর্বদাই নিজেকে যিশুরই হাতে রাখবো। যিশুই আমার সব ভার বহণ করবেন এবং তিনিই আমার সব কষ্ট লাঘব করবেন তাতে বিশ্বাসী হবো। জীবনে হতাশা-নিরাশায় ভোগে পাপের বোঝা বাড়াবো না।

পাপ করে আমরা যিশুর দেখানো পথ থেকে বা যিশুর কাছ থেকে দূরে সরে যাই। আর এই পাপের বেতন মৃত্যু। তবুও আমরা জেনে শুনেই ক্ষণিকের মোহ-মায়ায় জড়িয়ে যাই, নিজেকে সংবরণ করতে পারি না, কষ্ট সহ্য করতে চাইনা, সহজ পথে যেতে চাই, সোজা পথ, চওড়া পথ বেছে নেই এবং পাপে জড়িয়ে পড়ি। কিন্তু জীবনের পথ হল সংকীর্ণ বা শরু। যারা জীবন পথে কষ্টের মধ্যদিয়ে এগিয়ে যায় তারাই লাভ করে শাশত জীবন বা অনন্ত জীবন। তবে কথা হল আমি কোন পথ অনুসরণ করবো! তা সম্পূর্ণই আমার নিজেরই কাছে।

আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী (শয়তান) বিরতিহীনভাবেই আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছে, এখন না পরে, সময় আছে! তবে প্রশ্ন নিজের কাছে! কার কথা শুনবো, বিবেকের না শয়তানের? জীবনের একটি মাত্র বিষয়ই আমরা কেউ জানিনা বা কারোও জানার সাধ্য নেই যে কখন, কোথায়, কিভাবে আমার সেই অন্তিম ক্ষণটি আমার কাছে আসবে! তখন প্রস্তুত হওয়ার ও জীবনের শেষ ডাকে সাড়া দেয়ার সময়, সুযোগ আমার কি হবে? উত্তর কারোই জানা নেই। তা একমাত্র আমাদের সৃষ্টি কর্তাই জানেন। তাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের মতই আমাকে কাজ করতে হবে। তা হল মনকে বার বার বলতে হবে- "সময় খুবই কম"। যা কিছু

ভাল করার আজই করে ফেলি বা এখনই করি। কাল সেতো অজানা! কি জানি আগামী কাল আমার জীবনে আসবে কিনা। তাই প্রভু তুমি আমাকে আত্মার জ্ঞান দাও, বুদ্ধি দাও, চেতনা দাও যেন আমি আজই নিজেকে প্রস্তুত রাখি– আগামীকালের অপেক্ষা না করি। আবারও বারবার মনে আনি সেই একই কথা– 'সময় খুবই কম'। এই বুঝি আমার অন্তিম ক্ষণটি আমাকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে, এসো এখনই যে তোমাকে যেতে হবে... প্রভু আমি যেন সেই অন্তিম ডাকে যোগ্য ভাবেই সাড়াদান করতে পারি। আমাকে কৃপাদান কর, অনুগ্রহ দান কর, সুন্দর জীবন-যাপনে আমাকে ব্রতী কর। তোমার সাথে মিলনের আনন্দ, তোমার মুখ দর্শনের চির আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে সর্বদা জাগ্রত রাখ। তোমার সান্নিধ্যলাভই যে আমার এই ব্রতীয় জীবনের চরম পাওয়া ও সার্থকতা এবং এতেই যে আমার নবজন্ম লাভ।

যিশু বলেন, "সকলকে নতুন করে জন্ম নিতে হবে *(যোহন ৩:৭)*।" তাই আমার প্রত্যাশা মৃত্যুর পর প্রভুতেই যেন হয় আমার সেই নবজীবন। এতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে আমার একমাত্র মুক্তিদাতা, উদ্ধারকর্তা, পরিত্রাতা হলেন স্বয়ং প্রভু যিশুখ্রিস্ট। আমার ধ্যান-জ্ঞান, কৃচ্ছ্রতা, সাধনার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠুক খ্রিস্টকে লাভ করা, তাঁকে অনুসরণ ও অনুকরণ করা। তবে আমি সংসারত্যাগী হয়ে সন্ন্যাস জীবন-যাপন করছি বলেই যে আমি পরিত্রাণ পাবো তা কিন্তু অনিশ্চিত। এতে বুঝতে হবে যে, যিশুখ্রিস্ট আমার জীবন স্বামীর সঙ্গে আমার সত্যিকার পরিচয় এখনো হয়নি। ধর্ম বা ধর্মীয় জীবনই যদি মানব জাতির পরিত্রাণের একমাত্র পথ হতো তবে যিশুখ্রিস্টের এই মর্তধামে এসে মরার-ই বা কি প্রয়োজন ছিল! একমাত্র ধর্মের মধ্যেই যদি থাকতো পরিত্রাণের ক্ষমতা তাহলে সেই কালভেরীর বিষাদময় মৃত্যুর ঘটনাটা যে একেবারেই একটা অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো। অন্যদিকে সংসারের অন্যান্য লোকদের পক্ষেও উদ্ধারের পথ থাকতো না। তাই আমরা অবশ্যই ভুলে যাবো না যে আমাদের সবারই উদ্ধার কর্তা হলেন স্বয়ং যিশুখ্রিস্ট। কোন ধর্ম বা ধর্মীয় জীবন নয়। একমাত্র যিশুই পারেন সবাইকে পরিত্রাণ অর্থাৎ নতুন জীবন, স্বর্গীয় জীবন দান করতে। তাই যিশুতে বিশ্বাস স্থাপন করা, তাকেই একমাত্র পথ করে নিয়ে জীবন পথে এগিয়ে চলাই আমার জন্য উত্তম এবং এরই ফলে যেন লাভ করি সেই স্বর্গীয় সুখ, নব জীবন। যিশু আমাদেরকে বলেন আমার পিতার বাড়িতে থাকবার অনেক জায়গা আছে। তিনি পিতার ইচ্ছায় এই পার্থিব জগতে মানুষ হয়ে এসেছিলেন, মানব জাতির পাপের জন্যে তিনি যাতনা ভোগ ও মৃত্যুবরণ করে শেষে পুনরুত্থিত হলেন এবং এখন তিনি স্বর্গে রয়েছেন। তিনি চান "সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ লাভ করে এবং সকলেই যেন সত্যকে চিনে নিতে পারে *(১ম তিমথি ২:৪)*।" যিশু আরও বলেন, "যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা এই যে, আমার হাতে যাদেরকে তিনি তুলে দিয়েছেন আমি যেন তাদের কাউকেই না হারাই বরং শেষ দিনে তাদের সকলকেই যেন পুনরুত্থিত করি *(যোহন ৬:৩৯)*।"

আমরা অনেকেই একটি ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছি। ভাবি আমি সৎ জীবন-যাপন করছি, আমি ধার্মিক, আমি অবশ্যই স্বর্গে যাবো। যিশুকে আমার দরকার নেই। ভুলটা আমার এখানেই। আমি কখনো সৎ, ধার্মিক জীবন-যাপন করতে পারিনা যিশুর কৃপা ছাড়া। তাই যদি হতো তবেতো আর তিনি এমন ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ কখনোই করতেন না। তিনি তা করেছেন যেন আমরা সবাই পরিত্রাণ পাই। কাজেই আমাদের সকলেরই দরকার একজন উদ্ধারকর্তার। তবে আমরা যদি সত্যিই মনে করি আমি ধার্মিক তবে মনে রাখি যিশু আমার জন্যে এ পৃথিবীতে আসেননি । তিনি বলেন, "আমি ধার্মিকদিগকে নয় কিন্তু পাপীদিগকে ডাকতে এসেছি যেন তারা মন ফিরায়।

তাহলে আসুন আমরা মন ফিরাই, নিজেদের ভুল স্বীকার করি, অনুতাপ করি এবং ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাই। আসুন আমরা আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সচেতনভাবে অতিক্রম করি। জীবনকালে আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে গিয়েছি। কখনো বা নিজের ইচ্ছায় আবার কখনো বা কাজের খাতিরে। কিন্তু উদ্দেশ্য পূরণ হলে আমরা পুনরায় নিজ দেশে ফিরে এসেছি। কিন্তু এমন একটি দেশ আছে যার নাম 'না ফেরার দেশ।' সেখান থেকে আমার জানা মতে কেউ কখনো ফিরে আসেনি। এটা একটু ব্যতিক্রম ধর্মী দেশ। অর্থাৎ চাই আর নাইচাই, একটা সময়ে আমাদের সবাইকেই যে যেতে হবে সেই দেশে। আর সেখানে প্রবেশ করতে কোন ট্রেন, প্লেন বা বাস নয়; একমাত্র পথমৃত্যু। একদিন আমরা সবাই যেভাবে মায়ের গর্ভ থেকে বেড়িয়ে এসে ইহধামে প্রবেশ করেছিলাম ঠিক একইভাবে মৃত্যুর ফলে মাটির গর্ভে প্রবেশ করে বিলিন হয়ে যাবো চিরতরে। সেখানে যাওয়ার কোন টিকিট, কোন দিন, ক্ষণ, মাস, বৎসর কারও জানা নেই। আমাদের করণীয় ঈশ্বর নির্ভরশীল হয়ে তাঁর সেই শেষ ডাকের জন্যে অপেক্ষমান থাকা। তাই আমরা পুনরায় স্মরণ করি বক্তার সেই উক্তিটি, তিনি বলেছিলেন, "সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠেই মনে আনি যে আমার হাতে "সময় খুবই কম।" আর এই সচেতনতা থেকেই এসো আমরা নিজেদেরকে সর্বদা প্রস্তুত রাখি সেই অন্তিম ডাকে যথার্থভাবে সাড়াদানের জন্য॥

শুভ্র চেতনা

জিসা আতিওয়ারা

তুমি সেই শুভ্র চেতনা প্রভু
আঁধার আলোর রূপ,
অবশেষে ক্ষমো আমায় কভু
ঘুচালে গো সবার দুখ।
তুমি সবার জীবনের আলো
সবার হৃদয়ে তোমার করুণা ঢালো,
জীর্ণ জীবনে সেই তুমি আশ্বাস কর দান
সর্বদা তুমি তাদের কর পরিত্রাণ।
আজ যারা নিয়েছে তোমার শরণ
তারাইতো পাবে তোমার অমৃত অক্ষয় কিরণ,
অন্ধকার পথে ব্যথার অভিসারে
দিয়েছে যারা চরণ,
তুমিই আলোর পথ দেখিয়ে
কর হে তাদের বরণ।
তাদের স্মৃতির মধুময় ভাবনা
মোদের হৃদয়ে আনে তব চেতনা,
জীবনের রচনা ভেবেও শেষ হবেনা
শুভ্রতায় কালো আঁধার
লেগে আর রবে না।
মহা পবিত্রতায় আছ তুমি
শুভ্রতার বেশে,
তমসার ঐ পরপারে পরম পিতার স্নেহ বক্ষে
তারা যে আছে মিশে।

ভালোবাসার মা মারীয়া

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

হে ভালোবাসার রাণী মা মারীয়া
তোমার ভালোবাসায় দাও আমাদের জীবন ভরিয়া।
তুমি নিত্য কল্যাণময়ী মারীয়া
কর কল্যাণ তোমার সন্তানদের আপন বলিয়া।
হে করুণাময়ী মা মারীয়া
মানুষের দুঃখ কষ্টের সময়
ভালোবেসে কর তুমি করুণা।
জগত্রাতার মাতা তুমি মারীয়া
ভালোবাসা দিয়ে জগতের দুঃখ,
হত্যাশা দূর করো
হে মা মারীয়া, তোমার ভালোবাসা দিয়ে
এনেছো তুমি মুক্তিদাতাকে এ ধরায়।
মানুষের হৃদয় করেছো জয়
তোমারই ভালোবাসা দিয়ে।
হারিয়েছ পুত্র যিশুকে মন্দিরে
তোমার ভলোবাসার গুণে
পেয়েছো লক্ষকোটি পুত্র মানব সমাজে।
হে মা, তোমার ভালোবাসা অসীম শক্তিতে
পুত্র যিশুর জীবনের দুঃখ-কষ্ট,
অপমান সবই সয়েছে নীরবে।
হে মা মারীয়া, তোমার ভালোবাসার প্রমাণ দিয়ে
তুমি স্বর্গধামে আছো
তাইতো তুমি ভালোবাসার মা মারীয়া
তোমাকে প্রণমী মোরা।

ন্যায্য সমাজ গঠনে খ্রিস্টীয় নেতৃত্বের গুরুত্ব ও ভূমিকা

আলো ডি'রোজারিও

১। ন্যায্য সমাজ বলতে আমরা এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখি, যে সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির যা যা পাওনা তা তা সেই ব্যক্তি পাবেন। এই পাওনাগুলো আসে প্রাকৃতিক নিয়ম হিসেবে, অধিকার হিসেবে, দাবী হিসেবে। সন্তান মায়ের বুকের দুধ পাবে, এটা প্রাকৃতিক। একজন নাগরিক নিরাপত্তা পাবেন, এটা তার রাষ্ট্রীয় অধিকার। চাকুরীর শর্ত হিসেবে বেতন পাবেন একজন চাকুরীজীবী, এই দাবী তার থাকবেই। ন্যায্য সমাজে মানবীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ অনুসারে নাগরিক ও মানবিক অধিকার পাওয়ার যেমন নিশ্চয়তা থাকে, তেমনি তা না পেলে প্রতিকারের সুবন্দোবস্তও থাকে। বৈষম্য ও বঞ্চনা ন্যায্য সমাজে থাকতেই পারে না।

২। খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব বলতে আমরা বুঝি, ঈশ্বরের দেয়া গুণগুলো দায়িত্ব পালনে ও ঈশ্বরের লক্ষ্য পূরণে ব্যবহার করা যাতে সমাজে সকলের মানবীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, ন্যায্য সমাজ গড়ে ওঠে ও সর্বোপরি সমাজে শান্তি বিরাজ করে। সংক্ষেপে বলা যায়, সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠাই খ্রিস্টীয় নেতৃত্বের অন্যতম লক্ষ্য।

৩। আমাদের সমাজে যারা বর্তমানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারা কী মণ্ডলীর সামাজিক ন্যায্যতা ও খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত? কেউ কেউ আংশিকভাবে অবহিত হবেন হয়তো। তবে অধিকাংশই সেসব জানেন না। তারা জানেন না কেন? কারণ এমন কোন ব্যবস্থা নেই যে, তারা তা জানবেন। পরিবারে বা সমাজে বা ধর্মীয় শিক্ষায় কোন সুনির্দিষ্ট ও ধারাবাহিক উদ্যোগ নেই মণ্ডলীর সামাজিক ন্যায্যতা ও খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব সম্পর্কে জানবার। এটা আমাদের দৈন্যতা। একবার একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তখন এর সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গগণ ছিলেন: মি. জেফরী এস পেরেরা, প্রয়াত পৌল চারুয়া তিগ্যা, প্রয়াত ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি ও ড. যোসেফ ডি'সিলভা। আমি তখন কারিতাস প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে কাজ করতাম আর সেই সুবাধে ঐ উদ্যোগের সাথে জড়িত ছিলাম। তখন সামাজিক বিশ্লেষণ, ন্যায্যতা ও খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে জোরেশোরে কাজ শুরু হয়েছিল। পরে তা আর চলমান থাকেনি, আর তা নানা কারণেই, যার মধ্যে রয়েছে নেতৃত্বের পরিবর্তন, চাকুরীর ক্ষেত্র পরিবর্তন ও দেশ ত্যাগ। সে সময়ের সে উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে হয়ত নেতৃত্বের ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আজ লক্ষ্য করা যেত। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বর্তমান শূন্যতার সৃষ্টি হতো না।

অতি সম্প্রতি খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব বিষয়ে কিছু কিছু খণ্ড খণ্ড উদ্যোগ নেওয়া হলেও যারা তাতে অংশ নিচ্ছেন তারা তো বেশিরভাগ তাদের নেতৃত্বের শুরুটা ভালভাবে করতে পারেননি। অখ্রিস্টীয় নেতৃত্বের প্রভাবে তারা কলুষিত হয়ে গেছেন অনেক আগেই, ফলে তাদের পাল্টানো বেশ কঠিন বৈকি। যেকোন মানুষের জীবনে ভাল শিক্ষার, সৎ ও নীতিবান হবার শিক্ষার ভিত্তিস্থান হ'ল পরিবার ও স্কুলের প্রথম কয়েক বছর। সেখানে আমাদের তেমন কোন পরিকল্পিত উদ্যোগ নেই।

৪। আমার বিবেচনায় নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে আমরা পিছিয়ে আছি। সমাজে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা জানতেও পারছেন না একটি সংস্থার সাথে 'খ্রিস্টান' শব্দ ব্যবহার করলে কি কি বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। আর সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষা হচ্ছে কী না, তা দেখার দায়িত্বটা যে ঐ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপালের তাও অনেকের জানা নেই। এই বিষয়ে আমার ভুলও হতে পারে, হয়ত সকলেই সব কিছু জানেন। কিন্তু দায়িত্ব পালন কষ্টকর বিধায় তারা উদ্যোগী ও আন্তরিক হচ্ছেন না। মহামান্য পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট তার দায়িত্ব পালনের শেষ দিকে এই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছিলেন। খুবই সুন্দর একটা সুযোগ ছিল, সব খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়া–খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য কী হবে এবং কীভাবে তাতে নেতৃত্ব দেয়া হবে, যা দেখে মানুষ বুঝতে পারবেন খ্রিস্টান এই সংগঠনটি খ্রিস্টীয় নেতৃত্বের আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে। মহামান্য পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের সেই নির্দেশনার বিষয়ে মণ্ডলীর নেতৃত্বস্থানীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে আমি সফল হইনি। তবে এখনো সময় শেষ হয়ে যায়নি। উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

৫। যে কোন খ্রিস্টান সংগঠনের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় খ্রিস্টীয় নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম বিধায় নীচে চেষ্টা করছি খ্রিস্টীয় নেতৃত্বের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে:

- ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের কল্যাণে স্বপ্নদ্রষ্টা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন
- সেবা প্রদানকারী, সেবা গ্রহণকারী নয়
- ভাল উদাহরণ সৃষ্টিকারী, কথা ও কাজে মিল রেখে জীবনযাপন
- চারিত্রিক শুদ্ধতায় অগ্রগামী, সাধুতায় স্থির, সত্যশীলতায় অটল
- প্রেমের তীব্র অনুভূতিতে মোহাবিষ্ট, যার ফলে অপরকে নিজের ন্যায় ভালবাসায় যে কোন ত্যাগস্বীকারে সদা প্রস্তুত
- পরার্থে আত্মনিবেদনে নমনীয় ও বিনয়ী
- সহভাগিতা ও সহযোগিতায় পারদর্শী
- নীতিবোধ সম্পন্ন, বিবেকবান ও বিচক্ষণ
- দায়িত্ববান, সাহসী ও ঝুঁকি নিতে আগ্রহী
- দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন ও প্রত্যয়ী
- অনুপ্রেরণাদানকারী ও অন্যায্যতা প্রতিকারে দৃঢ় সংকল্প সম্পন্ন
- ক্ষমাশীল ও সহনশীল

একজন খ্রিস্টীয় মূল্যবোধসম্পন্ন নেতা তার স্বপ্ন ও জীবনবোধকে অনুসারীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারেন, বাস্তবতা বিশ্লেষণ করতে পারেন, সঠিক কর্মপ্রকল্প হাতে নিতে পারেন এবং সে সাথে কাজের মূল্যায়ন করেন। তিনি জানেন, প্রধান হতে হলে দাস হতে হয়, বড় হতে হলে সহজ-সরল হতে হয়।

৬। উপরে খ্রিস্টীয় নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখতে গিয়ে ভাবছিলাম, এসবের নিরীখে আমাদের বর্তমান নেতৃত্বের অবস্থান কোথায়। ক্ষমতা ধরে রাখতে বা ক্ষমতায় আসতে আমরা আমাদের খ্রিস্টান সমাজের কিছু কিছু নেতার কি কি আচরণ দেখতে পাচ্ছি। খ্রিস্টান নেতৃত্বের নিরিখে ঢাকার অবস্থা তো সবচেয়ে আজকাল খারাপ, আর এই খারাপের প্রভাব পড়ছে দেশের অনেক শহরে, এমনকি গ্রামে-গঞ্জেও। অনৈক্য দলাদলী, কোন্দল, কাঁদা ছুড়াছুড়ি, চরিত্র হনন, বাক্-আক্রমণসহ এমন কি নেই যা আমরা করছি না। টাকা পয়সা আত্মসাতে, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অনৈতিকতায় আমরা অন্যদের মতো প্রতিযোগিতা করছি, এমন কী অন্যদেরও হারিয়ে দিচ্ছি। এসব কী চলতেই থাকবে? আমরা কি আমাদের খ্রিস্টীয় বৈশিষ্ট্য ভুলে যাব? নিশ্চয় না। আমাদের এই অধঃপতন ঠেকাতে হবে। সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলার সাহস ফিরে পেতে হবে। কালোকে বর্জন করতে হবে। সাময়িক সুবিধার জন্যে চুপ মেরে থেকে যদি আমরা সমাজের সর্বনাশ ঘটাবার সুযোগ দিতে থাকি, তবে আমাদের খ্রিস্টীয় দায়িত্ব পালনে হবো ব্যর্থ, পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা পেছনে পরে যাচ্ছি এই দেশের সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো থেকেও। সরকারী প্রতিষ্ঠানে ও রাজনৈতিক দলগুলোতে অন্যায্যতা, স্বজনপ্রীতি, অর্থ-আত্মসাৎ ও অনৈতিকতাসহ অন্যান্য অনিয়ম যেভাবে দেখা হচ্ছে, তদন্ত হচ্ছে, বিচার হচ্ছে, শাস্তি হচ্ছে তাও আমাদের ক্ষেত্রে কখনো কখনো হচ্ছে না। কারণ আমরা স্বচ্ছতা, খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সকলের পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি উৎসাহিত করে সুশাসনের পথ উন্মুক্ত করা অতীব জরুরী। সুশাসন সমাজে ন্যায্যতা আনয়নের একটি উপায়। আর খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য॥

পুনঃমুদ্রণ : বড়দিন সংখ্যা ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে।

বাংলাদেশ খ্রীষ্টান ছাত্রাবাস

৯৯,আসাদগেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল : ০১৭১১-২৪৪৩৯৬

ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

২০২২-২৩ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষায় উর্ত্তীন খ্রিস্টান ছাত্রদের জানান যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ খ্রিস্টান ছাত্রাবাসে (আসাদগেট হোষ্টেল) ভর্তির জন্য কিছু সংখ্যক সীট/আসন খালি আছে। ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রদের আগামী ১২ নভেম্বর - ১৫ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সকাল ০৮ থেকে রাত ০৭ পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম সংগ্রহ করতে ও ভর্তি সংক্রান্ত সকল তথ্য হোষ্টেল অফিস থেকে জেনে নিতে/সংগ্রহ করতে বলা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

হোষ্টেল সুপার,
ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে
বাংলাদেশ খ্রীষ্টান ছাত্রাবাস
মোবা: ০১৭১১-২৪৪৩৯৬

ভর্তির জন্য জমা দিতে হবে :
১। এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার মার্কসীট/নম্বরপত্র
২। নিজ ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের চিঠি
৩। ৩ কপি পিপি সাইজ ছবি,
৪। কলেজে ভর্তির রসিদ এবং কলেজের আইডি কার্ড
৫। জামানত ও ভর্তিসহ মাসিক বেতন ।

বিজ্ঞ/৩৪৫/২২

মারীয়ার সেনা সংঘের শতবর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন

অতীব আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আসছে ২৭ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ৯টায় লক্ষ্মীবাজার পবিত্র ক্রুশ গির্জা, ঢাকায় মহাসমারোহে মারীয়ার সেনা সংঘের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হবে।

এ অনুষ্ঠানে পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি' ক্রুজ ওএমআই, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

এ অনুষ্ঠানে মারীয়ার সেনা সংঘের সকল ভগ্নি ও ভ্রাতাদের উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার বিনীত অনুরোধ জানাই।

তারিখ: ০৯/১১/২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

রুবী ইমেল্ডা গমেজ
সেক্রেটারী
মারীয়ার সেনা সংঘ

বিজ্ঞ/৩৪৫/২২

তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

পোষ্ট অফিস : দাউদপুর, জেলা: ঢাকা, বাংলাদেশ
রেজি নং ০১, তারিখ: ২০/০৮/১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ সংশোধিত রেজি নং: ৬৫, তারিখ: ১৭/১১/২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

এতদ্বারা **তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ** এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদেরকে জানাই সমবায়ী প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সেই সাথে আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৫ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১০ টায় ফাদার ল্যারী পালকীয় মিলনায়তনে **তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ** এর ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। স্বাস্থ-বীধি মেনে উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্ধারিত সময়ে সকল সদস্য-সদস্যাদেরকে উপস্থিত থেকে সভাকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে -

খ্রীষ্টফার গমেজ
চেয়ারম্যান
তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

অঞ্জলী মারীয়া দেছা
সেক্রেটারী
তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য : [সকাল ৮ থেকে ১০ টার মধ্যে যারা নাম রেজিষ্টেশন করবেন, তাদের নামই কেবল কোরাম পূর্তি র‍্যাফেল ড্রতে অর্ন্তভূক্ত করা হবে। কোরাম পূর্তি র‍্যাফেল ড্রতে **আর্কষণীয় পুরষ্কার** প্রদান করা হবে।]

অনুলিপি:
১. সাপ্তাহিত প্রতিবেশী
২. উপজেলা সমবায় অফিস
৩. অফিস নোটিশ বোর্ড

বিজ্ঞ/৩৪৪/২২

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

চা শ্রমিকদের আন্দোলন

ন্যায্য মজুরির দাবিতে চা বাগানের শ্রমিকদের এক মাস ধরে লাগাতার ধর্মঘট সিলেটের বাগানগুলোতে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। শ্রমিকদের ১২০ টাকা দৈনিক মজুরিতে তাদের জীবন ধারণ সম্ভব হচ্ছে না। চা শ্রমিকদের ৮ ঘন্টা শ্রমে ধর্মঘটে প্রতি ঘন্টায় ক্ষতি হয়েছে ৪ কোটি টাকা। বাংলাদেশে ১৬৮ বছরের ইতিহাসে চা শ্রমিকদের মজুরি ১২০ টাকায় ১ কেজি চাল ও ২ হালি ডিমের সমান। দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরির দাবিতে সরকার পক্ষ এবং বাগান মালিকরা, ১৭০ টাকা নির্ধারণ করেছে, ধর্মঘট শেষ হল। চা বাগানগুলোর টানা ১৫ দিন চা পাতা না তোলায় পাতাগুলো বেশ বড় ও শক্ত হয়ে গেছে। চা শ্রমিকগণ হাত দিয়ে দুটি পাতা তুলে কারখানায় পাঠানোর ব্যবস্থা করছেন। এ ব্যবস্থা শ্রমিকদের জন্য খুব একটা সুখের না।

বৃটিশ আমলে ১৮৫৬-৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে "চা গাছ ছিললে রুপিয়া মেলে" আশ্বাসে সাওতাল, মুন্ডা, খাড়িয়া ও উঁরাও জাতি গোষ্ঠির দরিদ্র মানুষদের সিলেটে এনে টিলা ভূমিতে চা বাগানের সূচনা করে বৃটিশ সরকার। সীমাহীন দারিদ্রের মধ্যে এসব শ্রমিকদের সেখানে কাজ করতে হতো। বাজারে প্রচলিত মুদ্রা বা গিনি তাদের কপালে জুটত না। বাগানে ব্যবহারের জন্য এক ধরনের বিশেষ মুদ্রা, চা শ্রমিকদের দেয়া হতো। এ ব্যবস্থার জন্য তারা বাগানের বাইরে যেতে পারতেন না, চা বাগানেই তাদের জীবন কাটাতে হতো।

এমন পরিস্থিতিতে শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে আজন্ম দাস বনে যাওয়া শ্রমিকরা বার বার গর্জে উঠতেন। এ সব আন্দোলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের "মুলুক চলো" আন্দোলন। ঐ আন্দোলন দমাতে চাঁদপুর নদীতে গুলি খাওয়া শ্রমিকদের রক্তে পদ্মা লাল হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ১৬৭টি চা বাগানের কাজ বন্ধ হয় এবং এক লক্ষ ৩০ হাজার চা শ্রমিক ২ ঘন্টা করে কর্ম বিরতি করতে শুরু করে।

স্বাধীন বাংলাদেশে চা শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগঠিত হয় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। ৩০ সেপ্টেম্বর হত্যা করা হয় শ্রীমঙ্গল থানার সিন্দুর খান চা বাগানের শ্রমিক নেতা বসন্ত বুনারজীকে। নতুন সহস্রাব্দে এসে দেখা যায় যে সেই বৃটিশ আমলের নির্মমতা হ্রাস পেয়েছে। তা হলেও বঞ্চনার মধ্যেই বাঁচতে হচ্ছে শ্রমিকদের। যারা বেশির ভাগই উত্তরাধিকার সূত্রে কাজ পাওয়া প্রান্তিক ও বিপন্ন শ্রমিক ভাই-বোন, তাদের এখনও কুলি বলা হয়। চা শ্রমিকদের এখন ভোট দেয়ার অধিকার হয়েছে, তা ছাড়া অন্য কোন ধরনের নাগরিক সুবিধা তাদের নাই। কাথলিক খ্রিস্টান শ্রমিক নেতা সংগত কারি জানান, ১২০ থেকে ১৭০ টাকায় তাদের বেঁচে থাকা কষ্টসাধ্য। শ্রমিকদের মধ্যে অনেক খ্রিস্টান রয়েছে। এংলিকান ধর্ম সম্প্রদায়ও যথেষ্ট রয়েছে বিভিন্ন বাগানে। মণ্ডলী তাদের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করছে বিশদভাবে। শিক্ষিত হয়ে শ্রমিকগণ অন্য পেশায় যেতে পারছে এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হচ্ছেন, শিক্ষাই তাদের একমাত্র হাতিয়ার এ দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার। তাদের গান

"শোনো সভ্যরা শ্রান্তজনের স্বর
লেবার লাইনে আমাদের কুঁড়ে ঘর
ছেটে দেওয়া উন-জীবনের হল্লায়
রক্তের নদী পেয়ালায় ছলশায়
বহুজাতিক ভাড়া খাটা মহাজন
দেখে রাখো ভূখা মিছিলের আয়োজন
ভোট নেবে যদি ভাতের যোগার রাখো
না হলে কিন্তু বিপদ আসবে ঘোর
পুড়তেও পারে বেনিয়ার ঘরদোর।"

তথ্যসূত্র: উকান নিউজ

মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ডাকঘর: মথুরাপুর, **উপজেলাঃ** চাটমোহর, **জেলা:** পাবনা, রেজি: নং- ১/৮৪ সংশোধিত -১/২০০৮
মোবাইল নং: ০১৩০২-৩৯৮১২৯, *Email :* mcccu1963@gmail.com

স্বারক:সা- এজিএম/৬১০/২২ তারিখ- ০৬/১১/২০২২ খ্রিস্টাব্দ

৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মথুরাপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর সকল সম্মানিত সদস্য-সদস্যাকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০২/১২/২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ১০টার সময় মথুরাপুর সাধ্বী রীতার কাথলিক ধর্মপল্লীর মিশন প্রাঙ্গণে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর **৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভা** অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৮টায় শুরু হবে।

অতএব, উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিবেদনসহ যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমবায়ী প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে -

মি: আভাষ গমেজ
চেয়ারম্যান
মথুরাপুর খ্রি: কো-অপা: ক্রে: ইউ: লি:

মি: সুবল গমেজ
সেক্রেটারি
মথুরাপুর খ্রি: কো-অপা: ক্রে: ইউ: লি:

বিজ্ঞ/৩৪৩/২২

উপলব্ধি

সিমকী রোজারিও

ছোটো ছোটো হাত দু'খানা জড়ো করে, নতজানু হয়ে ডেকে চলেছে বালিকা। প্রভু, আমায় তুমি ঘর দেখিয়ে দাও, যে ঘরে আছে এমন একটা বাবা যে কোনো নেশা করে না। মাকে বকাঝকা করে না। নিজের মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করে মা-মা বলে জড়িয়ে ধরে। হঠাৎ মন্দিরের সব জানালা বন্ধ হয়ে যায়। দরজাটা বন্ধ হওয়ার আগে মাথা উঁচু করে মেয়েটি বলে, দরজা খুলে রাখো। প্রভুর সাথে কথা শেষ হয়নি যে। মন্দিরের প্রহরী বালিকার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, খুকী সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আজ বাড়ি চলে যাও কাল আবার এসো। প্রভু সব সময় তোমার সাথে আছে। বালিকা কেঁদে কেঁদে হাত জোড় করে বলে, আজ বাড়ি গেলে আবার হৈচৈ, চিৎকারের শব্দ। প্রভু, তোমার ঘরে আমায় একটু জায়গা করে দাও। ফিরে গেলেই আবার বুক ফাটা কান্নার আওয়াজ। মাকে কাঁদতে দেখার চেয়ে পথে পড়ে থাকা অনেক ভালো। বালিকার প্রতি মমতায় ভরে ওঠে প্রহরীর মন। মন্দিরের পুরোহিতকে বালিকার বিষয়ে অবহিত করে। পুরোহিত সব কথা জেনে বালিকার নিকটে এসে মাথায় হাত রেখে বলে, প্রভু তোমার সব কথা শুনেছেন। সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। তোমার বিশ্বাসই তোমার বাবাকে ভালো মানুষ করে দিবে। পুরোহিত সেদিনই বালিকাটির বাবাকে ডেকে মন পরিবর্তনের আরাধনায় ভালো আর মন্দের বেড়াজালের মাঝখানে বসিয়ে প্রভুর দেখানো পথ আর শয়তানের পথে চলার পরিণতি বোঝাতে থাকে। বেশ কিছুদিন মেয়েটির বাবাকে বোঝানোর পর পুরোহিত তাকে মণ্ডলীর কাজে নিযুক্ত রাখেন। কবরস্থানের তদারকির দায়িত্ব দিয়ে তার মন পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। মেয়েটির বাবা কবর তদারকি করতে গিয়ে অনুভব করেন আপনজন হারানোর বেদনা। মানুষের কান্নার শব্দগুলো তার ভিতরের শয়তানকে তাড়িয়ে একজন দয়ালু মানুষ রূপে তৈরি করে। মেয়েটির বাবা যখন নিজের মেয়ের কাছে গিয়ে মা বলে ডাক দেয় মেয়েটি তখন ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে বাবা কে জড়িয়ে ধরে। তাদের পরিবারে ফিরে আসে শান্তি আর ভালোবাসা। মেয়েটি প্রভুর কাছে নতজানু হয়ে ধন্যবাদ জানায়।

গল্পটি বাস্তবতার সম্মুখ চিত্র থেকে তুলে ধরা হয়েছে। খ্রিস্টান সমাজে মদের নেশা ছড়িয়ে পড়ার কারণে যুবক-যুবতীরা পারিবারিক ভালো গঠন ও শিক্ষা পায় না। বাবা, মায়ের মাঝে দূরত্ব আর অশান্তি দেখে তারাও একটু শান্তির ছোঁয়া পেতে ভুল সম্পর্কে জড়িয়ে নেশার ছোবলে নিজের জীবনটাকে শেষ করে দিচ্ছে। আগামী প্রজন্মকে সুস্থ ও নিরাপদে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পারিবারিক বন্ধন, ভালোবাসা ও বিনোদনমূলক পরিবেশ তৈরি করা উচিত। তাহলে ছেলে-মেয়েদের মাঝে কোনো রকম খারাপ নেশা প্রবেশ করতে পারবে না॥

আবেগ ইথান পেরেরা
এসএফএক্স গ্রিন হেরাল্ড ইন্টার ন্যাশনাল স্কুল
৩য় শ্রেণি

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

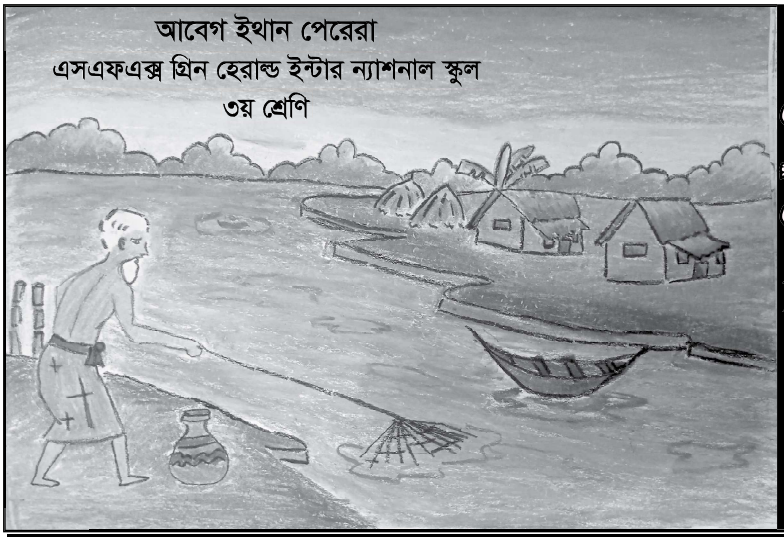

পথ ক'রে দাও আমারে

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

আছি পথে আটকে আমি;
পথ ক'রে দাও আমারে।
দাও সাড়া আমার ডাকে;
ডাকি হে দয়াল তোমারে।

জগত জুড়ে দেখি কত,
মানুষ চলে অবিরত।
আমার শত বাধা যত,
দাঁড়ায় পথের মাঝারে।

তোমায় স্রষ্টা জানি আমি,
তুমি আমার অন্তর্যামী।
প্রভু তুমি জগত স্বামী,
আলোক দেখাও আঁধারে।

দুঃখ

সপ্তর্ষি

জীবনের এই চলার পথে থাকে কত ভয়
করি অভিনয়, করি পাপ, আসে
অভিশাপ।

বসে ভাবি রাত-দিনভর এসব কি স্বপন
না-কি ভুল ভেবে দুঃখকে করেছি আপন।

দুঃখ দিয়ে যখন ঘিরে মোর কষ্টের জীবন
মনের খাতায় লিখি অজানা কত কথন।

আশে পাশে সবারে যখন ভাবি আমি আপন
বন্ধুর বেশে শত্রু হয়ে তারা দুঃখ দেয় তখন।

যারে ভাবি আমি এই জীবনে
সুখের আলেয়া
সেই কেন দুঃখ হয়ে মোর সাথে করে ছলনা।

দুঃখ দিলেও কভু দেইনা তারে
কোন অভিশাপ
মিত্র হয়ে সদা পাশে থাকি আলো হয়ে তার।

দুঃখ না পেলে কভু বুঝবে কেমনে বলো
সুখের গুরুত্ব আছে জীবনে
আমার কতটুকু।

পুনঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী আন্তজার্তিক নারী সংগঠন। কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ বাংলাদেশ ওয়াইডাব্লিউসিএ'র শাখা হিসেবে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে "ভালবাসায় একে অপরের সেবা করা" এই মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করে আসছে। একটি ন্যায্য বৈষম্যহীন টেকসই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিশেষত: সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত নারী, যুব নারী, ও শিশুদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কল্পে কাজ করে চলছে।

নিম্নলিখিত পদ সমূহে আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছেঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ
০১	প্রোগ্রাম অফিসার	১টি	যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রীধারী হতে হবে। অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। MSWORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET ব্যবহার জানতে হবে। প্রোগ্রাম পরিকল্পনা, পরিচালনা, আয়োজন মনিটরিং ও সুপার ভিশন এ দক্ষ হতে হবে। শুধু মাত্র নারী প্রার্থী আবেদন করতে পারবে।
০২	সহকারি প্রধান শিক্ষক (প্রাইমারী শাখা)	১টি	যে কোন বিষয়ে মাষ্টার্স এবং বিএড ডিগ্রীধারী হতে হবে। অভিজ্ঞতা : কমপক্ষে ৩ বছর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। MSWORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET ব্যবহার জানতে হবে। শুধু মাত্র নারী প্রার্থী আবেদন করতে পারবে।
০৩	ইনচার্জ (মাধ্যমিক শাখা)	১টি	যে কোন বিষয়ে সম্মান সহ স্নাতকোত্তর এবং বিএড ডিগ্রীধারী হতে হবে। অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শিক্ষক নিবন্ধন এর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। MSWORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET ব্যবহার জানতে হবে। শুধু মাত্র নারী প্রার্থী আবেদন করতে পারবে।
০৪	অফিস সহকারি	১টি	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রী হতে হবে। MSWORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET Ges DATA ENTRY কাজ জানতে হবে। যে কোন প্রতিষ্ঠানে সেচ্ছাসেবকের অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেয়া হবে। শুধু মাত্র নারী প্রার্থী আবেদন করতে পারবে।
০৫	বি, পি, এড (শরীর চর্চা) শিক্ষক	১টি	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক এবং বিপিএড ডিগ্রীধারী হতে হবে। অভিজ্ঞতা ঃ কমপক্ষে ৩ বছর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। MSWORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET ব্যবহার জানতে হবে।
০৬	আইসিটি শিক্ষক	১টি	স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী হতে হবে। অভিজ্ঞতা : কমপক্ষে ৩ বছর আইসিটি কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শিক্ষক নিবন্ধন এর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
০৭	ক্রেডিট সুপারভাইজার	১টি	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রীধারী হতে হতে হবে। অভিজ্ঞতা: মাঠেরকাজ, ডাটা এন্ট্রি ও এ দল গঠন কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। MSWORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET ব্যবহার জানতে হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যাদি :

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে এক কপি জীবন বৃত্তান্ত ও সম্প্রতি তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি প্রদান করতে হবে।
২. সত্যায়িত সকল সনদপত্র ও জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে ।
৩. বেতন/ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী, প্রয়োজনে আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারন করা হবে ।
৪. সর্বোপরি কর্মঘন্টা ও প্রয়োজনে এর অধিক সময় এবং ছুটির দিনে কাজ করার সুন্দর মানসিকতা থাকতে হবে।

(আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন পত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় আগামী ১৫ ডিসেম্বর - ২০২২ এর মধ্যে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সাধারণ সম্পাদিকা
কুমিল্লা ওয়াইডাব্লিউসিএ
বাদুরতলা, কুমিল্লা

বিজ্ঞ/৩৪৮/২২

ভাটারা ধর্মপল্লীতে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান

ডিকন রিগ্যান পিউস কস্তা ঐশ করুণা গীর্জা, ভাটারা ধর্মপল্লীতে ২১ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার ৫৯ জন ছেলে-মেয়েকে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার প্রদান করা হয়। প্রার্থীদের অভিভাবক, ফাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ প্রদান করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া। ফাদার উপদেশ সহভাগিতায় ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার জীবনে ও আমাদের সকলের জীবনে খ্রীস্টপ্রসাদের গুরুত্ব ও রহস্য তুলে ধরেন। উল্লেখ্য যে প্রার্থীদের মধ্যে ১০জন ইংরেজি ভাষাভাষি এবং বিদেশীরাও প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করে। একইভাবে ভাটারা ধর্মপল্লীতে ৪ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার ৭৭জন ছেলে-মেয়েকে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করা হয়। প্রার্থীদের অভিবাবক, ৮জন ইংরেজি ভাষাভাষি ও বিদেশী প্রার্থী, ফাদার, সিস্টার, খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। আর্চবিশপ মহোদয় সহভাগিতায় বলেন, 'হস্তার্পণ সংস্কারের মধ্যদিয়ে আমরা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠি এবং আমরা মণ্ডলীর বিশ্বাস, মণ্ডলীকে রক্ষা করার জন্য যিশুর সৈনিক হয়ে উঠি।' খ্রিস্টযাগ শেষে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার শীতল থিওটোনিয়াস কস্তা প্রত্যেককে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান॥

খ্রিস্টীয় গঠন ও মানব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (পোষ্ট এসএসসি) ২০২২

নিকোলাস বিশ্বাস ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে পরিচালিত খ্রিস্টীয় গঠন ও মানব উন্নয়ন প্রশিক্ষন (পোষ্ট এসএসসি) বিগত ১৮ অক্টোবর থেকে ২৩ অক্টোবর ২০২২ (ছেলেদের দল) এবং ২৪ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ (মেয়েদের দল) ধর্মপ্রদেশের ১০ টি ধর্মপল্লী থেকে মোট ৬০ জন ছেলে ও ৬৩ জন মেয়ে মোট: ১২৩ জন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে কারিতাস খুলনা অঞ্চল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ৭ জন এনিমেটর ২ জন সিস্টার ও ১ জন ফাদার সার্বক্ষণিক সাথে ছিলেন। প্রশিক্ষণে বক্তা বাদে সর্বমোট: ১৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত প্রশিক্ষণে বিভিন্ন সম্মানিত ব্যক্তি তাদের জীবন সহভাগিতা ও সেশন এর মাধ্যমে শিক্ষাদান করেছেন। যথা: ফাদার প্রেমানন্দ কর্মকার, দাউদ জীবন দাস, ফাদার বিপ্লব রিচার্ড বিশ্বাস, ফাদার নরেন জে. বৈদ্য, রঞ্জন নিকোলাস বৈদ্য, হরলাল হাওলাদার, ফাদার জুয়েল ম্যাকফিল্ড ও ফাদার উদয় শিমন মন্ডল, ফাদার যাকোব এস. বিশ্বাস, ফাদার সুজন রোজারিও, টিওআর ও সিস্টার আন্দ্রিনা তির্কী সিআইসি, ফাদার বাবলু লরেন্স সরকার, বিসিএসএম জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ এর সভাপতি সপ্নীল ব্লেইস ক্রুজ ও সদস্য সৌরভ সাহা, ব্রাদার জয়ন্ত এ কস্তা সিএসসি, ফাদার মিম্মো পিয়েতাঞ্জা এসএক্স, মিসেস মিলিতা পাড়ৈ, আলবিনো নাথ, নিকোলাস উজ্জ্বল হালদার যথ াক্রমে "আত্ম গঠন এবং আত্ম মর্যাদা", "নেতা, নেতৃত্ব ও খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব", "বর্তমান বিশ্ব ও আমাদের অবস্থান", "খ্রিস্টীয় নৈতিক মূল্যবোধ", "মিডিয়া ও আদর্শ যুবা জীবন", "কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব", "সংস্কার (বিবাহ) ", "বাইবেলের পরিচিতি", "জীবনাহ্বান", "সমাজের প্রতি যুবাদের করণীয়", "বিসিএসএম এর কার্যক্রম", "ছাত্র জীবন ভবিষ্যত জীবনের ভিত্তি", "আন্তধর্মীয় সংলাপ","মানবীয় যৌনতা সম্পর্কে আমি সচেতন", "জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের কৌশল", "ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন এর কার্যক্রম" উক্ত বিষয়গুলির উপর সহভাগিতা করেন। প্রশিক্ষণে নিজেদের প্রতিভা বিকশিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। যেমন: উপস্থিত বক্তৃতা, দলগত নাটিকা, গান নাচ ইত্যাদি।

উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন খুলনা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী। এছাড়া ধর্মপ্রদেশের নব অভিষিক্ত যাজকগণ বিভিন্ন সময় প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষণটি পরিচালনায় ছিলেন ফাদার লাভলু সরকার, যুব সমন্বয়করী এবং ফাদার রিপন সরদার, সহকারী যুব সমন্বয়কারী, ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন খুলনা। প্রশিক্ষণটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের সেক্রেটারি নিকোলাস উজ্জ্বল হালদার এর নেতৃত্বে নিকোলাস বিশ্বাস, সজল সরকার, শ্রাবণ বৈদ্য, শ্যামা বিশ্বাস, নীলা আদিত্য, বৃষ্টি রায়, সিস্টার আন্দ্রিনা তির্কী সিআইসি এবং সিস্টার মুক্তি হাজং এসসি সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেন॥

এসএসসি উত্তর মানবিক ও খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স- ২০২২

এডওয়ার্ড হালদার গত ১৭-২৮ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষে বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের সাতটি ধর্মপল্লী ও দু'টি উপ-ধর্মপল্লীর এনিমেটরসহ মোট ৯০ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে এসএসসি উত্তর মানবিক ও খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স- ২০২২ অনুষ্ঠিত হয় সেক্রেড হার্ট পাস্টরার সেন্টার, গৌরনদী। উদ্বোধনী নৃত্য দিয়ে অতিথি ও কোর্সের আগত অংশগ্রহণকারীদের বরণ করা হয়। গঠন প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার লাজারুস গোমেজ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন যুব কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার রিজন মারিও বাড়ৈ, ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ, ফাদার ফ্রান্সিস লিটন গোমেজ, ফাদার মুকুল আন্তনী মন্ডল, ফাদার সঞ্চয় গোমেজ, ফাদার সৈকত বিশ্বাস, যোয়াকিম বালা, সিস্টার শিল্পী আরএনডিএম, সিস্টার মেরী লাকী এলএইচসি, সিস্টার প্রীতি এলএইচসি, সিস্টার লিজা আরএনডিএম, সিস্টার মিতা এলএইচসি। প্রদীপ প্রজ্জালন ও বাইবেল স্থাপনের মধ্যদিয়ে এবং ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ এর উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্যদিয়ে ১১ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু করা হয়।

কোর্সের বিষয়গুলো ছিল প্রতিভার বিকাশ ও সৃজনশীলতার জন্য বাইবেল ভিত্তিক নাটিকা প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং দেয়ালিকা প্রকাশ। সৃজনশীল ধ্যানমূলক প্রার্থনা, মালা প্রার্থনা, সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা, বাইবেল ভিত্তিক প্রার্থনা, জীবন সহভাগিতা এবং পবিত্র ক্রুশের আরাধনা বা তেইজে প্রার্থনা ও এক্সপোজার ছিল অংশগ্রহণপূর্ণ এবং প্রাণবন্ত। আহ্বান: 'ঈশ্বরের ভালবাসার উপহার' এই মূলসুরের উপর বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে সহভাগিতা করা হয়। এছাড়া দৈনন্দিন দলগত কাজও ছিল।

১১দিন ব্যাপী পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সের শেষে ছিল কোর্স মূল্যায়ন ও সার্টিফিকেট বিতরণ। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্সিস ব্যাপারী, পরিচালক, কারিতাস বরিশাল অঞ্চল এবং অন্যান্য ফাদারগণ ও সিস্টারগণ। প্রশিক্ষণ কোর্সটি আয়োজন করেন যুব কমিশন, বরিশাল কাথলিক ডাইওসিস॥

জপমালা রাণীর মাস উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠান ও খ্রিস্টযাগ

খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণকারি ভক্তবৃন্দ

হৃদয় পিউরীফিকেশন ▯ ৩১ অক্টোবর রোজ সোমবার জপমালা রাণীর মাসের শেষ দিনে বনপাড়া লূর্দের রাণী মারীয়ার ধর্মপল্লীতে ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন বিকাল ৫টায় ধর্মপল্লীর মা-মারীয়ার গ্রোটোর সামনে রোজারিমালা প্রার্থনার মধ্যদিয়ে বিশেষ প্রার্থনানুষ্ঠান শুরু হয়। রোজারিমালা প্রার্থনা শেষে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ। তিনি তার উপদেশ বাণীতে বলেন, আমাদের উচিত প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা জপমালা প্রার্থনা করা, কারণ সাধু প্যাট্রিক পেইটন বলেছেন, যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে সে পরিবার একসাথে বসবাস করে। যাজকগণ সর্বদাই অপরের জন্য প্রার্থনা করেন এবং অন্যের মঙ্গল কামনা করেন"। খ্রিস্টযাগের শেষে সকলে মা-মারীয়ার আশীর্বাদ গ্রহণ করে এবং এরই মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

শ্রীমঙ্গলের হরিণছড়ায় মা মারীয়ার তীর্থ

খোকন নায়েক ▯ ২৯ ও ৩০ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সিলেট ধর্মপ্রদেশের শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীর অধীনে হরিণছড়া চা বাগনে গভীর ভক্তি সহকারে ও ভাবগাম্ভীর্যের সহিত এবং নানাবিধ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে উদ্‌যাপিত হলো জপমালা রাণী মা মারীয়ার তীর্থোৎসব। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস গঠনে মা মারীয়ার সাথে একত্রে পথ চলা এ মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার রুবেন গমেজ সিএসসি এবং আগের দিন ফাদার যোসেফ তপ্ন। পৌরহিত্যকারী ছিলেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ এবং পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের প্রভিন্সিয়াল ফাদার জর্জ কমল সিএসসি সহ আরো অনেক ফাদারগণ। খ্রিস্টযাগের পূর্বে তিনি নব নির্মিত গির্জাঘরের শুভ উদ্বোধন করেন। এতে ফাদার, ব্রাদার, ডিকন ও সিস্টারগণসহ প্রায় ছয় হাজারের মতো খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের পর পাল-পুরোহিত ফাদার নিকোলাস বাড়ৈ সিএসসি সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে এ তীর্থোৎসবের সমাপ্তি ঘটে॥

খ্রিস্টীয় পরিবারে ঘর আশীর্বাদ

খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণকারিগণ

সিস্টার মেরী শান্তা এসএমআরএ ▯ "পরিবার তুমি কেমন আছ?" এই মূলভাবকে সামনে রেখে গত আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর প্রায় ৩ মাস তুমিলিয়ার দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের ধর্মপল্লীর ২৮টি ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ, যেগুলো বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীর নামে অলংকৃত, গ্রামের ১৪টি ব্লকের প্রতিটি ঘর আশীর্বাদ করেন পাল-পুরোহিত ফাদার আলবিন গমেজ। যে সকল বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণ গির্জায় যেতে পারেন না তাদের পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত প্রদান করেন। ঘর আশীর্বাদ শেষ হলে দিনশেষে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। এতে ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজের লিডার ও প্রতিটি ঘরের সদস্য-সদস্যাগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ফাদার, গ্রামের ব্লক যে সাধু- সাধ্বীর নামে উৎসাহিত সেই সাধু-সাধ্বীর জীবনীর উপর সুন্দর চেতনামূলক সহভাগিতা রাখেন। এছাড়াও পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সিনোডাল মণ্ডলী– অংগ্রহণকারী মণ্ডলীর মিলন সমাজ গড়ে তোলা, সবাই একসাথে পথ চলা, মঙ্গলবাণীতে অংশগ্রহণ , প্রেরণমুখী সমাজ গড়ে তোলার বিষয়গুলি তুলে ধরেন॥

শীতলপুর এলাকায় স্মরণে বিশেষ খ্রিস্টযাগ

শোভাযাত্রায় ভক্তবৃন্দ

ফাদার রবার্ট গনসালভেছ ▯ গত ২৮ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে মাদামবিবি, কুমিরা, কদমরসুল, চেয়ারম্যানঘাটা ও নেভীগেইট এলাকার দুইশত মা মারীয়ার ভক্ত বিশ্বাসী একত্রিত হয়ে বারমারি তীর্থের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। পর্ব পালনের উপাসনার শুরুতে মোমবাতি জ্বালিয়ে মা মারীয়ার প্রতিকৃতি বহন ও ব্যানারসহ শোভাযাত্রায় ও পবিত্র জপমালা প্রার্থনা করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগের শুরুতে মা মারীয়ার প্রতিকৃতিতে মালা প্রদান ও ফুল মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করা হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার রবার্ট গনসালভেছ খ্রিস্টযাগের সহভাগিতায় ফাদার রবার্ট গনসালভেছ মা মারীয়ার বিভিন্ন দিকগুলো সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগের পরে ফাদার সবাইকে পর্বীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরই সাথে যারা এই পর্বণকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সহায়তা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সবশেষে মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়॥

খ্রিস্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র পরিদর্শন

জনি জেমস্ মুরমু ▯ বাংলাদেশের একমাত্র ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করার জন্য পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর দর্শন ২য় বর্ষে অধ্যায়নরত সেমিনারীয়ানদের অংশগ্রহণে গত ৩১ অক্টেবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে সারাদিনব্যাপী উক্ত কেন্দ্রে প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে "গণমাধ্যম ও যোগাযোগ" বিষয়ের অধ্যাপক ফাদার কমল কোড়াইয়া-র পদক্ষেপ ও খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু এর সার্বিক সহযোগিতায় দর্শন ২য় বর্ষের মোট ১১জন সেমিনারীয়ান উক্ত প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। সকাল ৯ টায় কেন্দ্রে কর্মরত সকল স্টাফ ও সেমিনারীয়ানদের উপস্থিতিতে প্রার্থনার মাধ্যমে প্রোগ্রামটি শুরু হয়। পরে সেমিনারীয়ানগণ কেন্দ্রের সকল বিভাগ পর্যায়ক্রমে পরিদর্শন করেন এবং প্রত্যেক বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। প্রথমেই তারা সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে সম্পাদনার দায়িত্বরতদের মাধ্যমে কিভাবে লেখা গ্রহণ, বাছাই, সংশোধন করা হয় এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করেন। এরপর, বিজ্ঞাপন বিভাগ সম্পর্কে জানা হয়, কম্পিউটার বিভাগে কর্মরতদের মাধ্যমে কিভাবে তারা গ্রাফিক্সের মাধ্যমে প্রতিবেশী সাজিয়ে তোলেন, তা বিস্তারিত জেনে নেন। এরপর, সেমিনারীয়ানগণ জেরী প্রিন্টিং এ কিভাবে ট্রেসিং পেপারের মাধ্যমে প্লেট প্রসেসিং করা হয় ও জেরী প্রিন্টিং প্রেসে ছাপানোর কাজ করা হয় তা সরাসরি পরিদর্শন করেন। তাছাড়াও প্রতিবেশীর কেন্দ্রিয় বিক্রয় কেন্দ্রের কাজ, লাইব্রেরি বিভাগ, কিভাগে ডকুমেন্টারী বানানো হয়, নাটকের স্ক্রিপ্ট লেখা হয় তা জানতে পারে। এরপর, বাণীদীপ্তি বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম এবং বাণীদীপ্তি স্টুডিও-র অডিও সেকশন ও রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বিভাগের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তারা জ্ঞান লাভ করেন। সুনীল পেরেরা এই কেন্দ্রে তার অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন। পরিশেষে, সার্বিক ব্যবস্থার জন্য সেমিনারীয়ানগণ ফাদার বুলবুল ও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্ত করেন॥

বাংলাদেশ কাথলিক নার্সেস গীল্ডের লুর্দের রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মা মারীয়ার গ্রটো স্থাপন ও আশীর্বাদ

মা মারীয়ার গ্রটো স্থাপন, পবিত্র খ্রিস্টযাগ ও আশীর্বাদ অনুষ্ঠান

মালা রিবেরু ▯ গত ৩১ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সোমবার, বিকেল ৪টায় সাভারের ধরেন্ডায় বাংলাদেশ কাথলিক নার্সেস গীল্ডের লুর্দের রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মা মারীয়ার গ্রটো স্থাপন ও আশীর্বাদ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে শোভাযাত্রার মাধ্যমে বাংলাদেশ কাথলিক নার্সেস গীল্ডের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক মেবেল ডি রোজারিও মা মারীয়ার মূর্তি বহন করে নবনির্মিত গ্রটোতে নিয়ে যান। তাকে সহযোগিতা করেন নার্সেস গীল্ডের কোষাধ্যক্ষ স্বপ্না রায় ও সহ কোষাধ্যক্ষ লিউনী লিপিকা রোজারিও। ফাদার জেমস্ ক্রুশ সিএসসি, আধ্যাত্মিক পরিচালক, বাংলাদেশ কাথলিক নার্সেস গীল্ড মা মারীয়ার মূর্তি গ্রোটোতে স্থাপন ও আশীর্বাদ করেন।

এরপর অধ্যাপক মেবেল ডি' রোজারিও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। তিনি বলেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গ্রটো নির্মাণ নার্সেস গিল্ডের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল। নার্সেস গীল্ডের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট আগ্নেশ হালদার এই কাজ শুরু করে গিয়েছিলেন। আজকে তার শুভ সমাপ্তি হল। এরপর পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার জেমস ক্রুশ সিএসসি, ফাদার রুবেন ম্যানুয়েল গমেজ সিএসসি ও ফাদার শিশির কোড়াইয়া। পবিত্র খ্রিস্টযাগে গান পরিচালনা করেন নার্সেস গীল্ড ও হলিক্রস সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ।

সবশেষে নার্সেস গীল্ডের সহকোষাধ্যক্ষ লিউনি লিপিকা রোজারিও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ, দাতাগণ, শুভাকাঙ্ক্ষীসহ ধরেন্ডা গ্রামের আনুমানিক ২৫০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন॥

এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাথলিক ডক্টরস (এবিসিডি)-এর উদ্যোগে মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন

মেডিকেল ক্যাম্পের একাংশ

ডাক্তার নেলসন ফ্রান্সিস পালমা ▯ বাংলাদেশের কাথলিক খ্রিস্টান চিকিৎসক এবং মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষার্থীদের সংগঠন এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাথলিক ডক্টরস (এবিসিডি)- এর উদ্যোগে এবং এপিসকপাল স্বাস্থ্য কমিশনের সহযোগিতায় গত ২৯ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ শনিবার নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার ভূতাহারা কাথলিক মিশনে একটি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এতে এবিসিডি-র পক্ষ থেকে সভাপতি ডাক্তার এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও, সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার নেলসন ফ্রান্সিস পালমা ও নির্বাহী কমিটির সদস্য ডাক্তার আলবার্ট রোজারিও পবন অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ সহযোগিতা করেন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র স্টাফ নার্স মিসেস মিনতি কস্তা। প্রথমে মিশনের পাল-পুরোহিত ফাদার সুশীল লুইস পেরেরা ছোট প্রার্থনার মধ্যদিয়ে ক্যাম্পের কার্যক্রম শুরু করেন। এরপর রোগী দেখা শুরু হয়। উক্ত ক্যাম্পের মাধ্যমে উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত বিভিন্ন ধর্মের মোট ২০৮ জনকে যথাসাধ্য চিকিৎসা সেবা, পরামর্শ ও ওষুধ প্রদান করা হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ ধরনের ক্যাম্পের আয়োজন করায় ফাদার লুইস পেরেরা এবিসিডি-র চিকিৎসকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। চিকিৎসকরাও ফাদারকে ধন্যবাদ জানান এত সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজনে সাহায্য করার জন্য॥

মহাখালী খ্রিস্টান প্রবীণ সংঘ গঠন

প্রধান অতিথি, নব নির্বাচিত কমিটি ও নির্বাচন কমিশন

পিটার রোজারিও ▯ গত ৫ নভেম্বর ২০২২খ্রিস্টাব্দ মহাখালী দক্ষিণপাড়া ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী ৬০ উর্ধ্ব প্রবীণ খ্রিস্টানদের আত্মিক, মানসিক ও শারিরীক উন্নয়নে মহাখালী খ্রিস্টান প্রবীণ সংঘ নামে একটি সংঘ গঠন করা হয়। ৪০ জন প্রবীণ সদস্যের উপস্থিতিতে মহাখালী খ্রিস্টান চার্চ কমিউনিটি সেন্টারে শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশপ থিওটনিয়াস গমেজ সিএসসি এর উপস্থিতিতে দুই জন প্রবীণ নারী ও পুরুষ দুটি মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বালন ও সকলে আগুনের পরশ মণি গান গেয়ে এবং বিশপ মহোদয়ের প্রার্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। সংঘের ব্যানার উন্মোচন করেন প্রধান অতিথি বিশপ মহোদয় ও এড-হক কমিটির আহ্বায়ক এলয়সিয়াস মিলন খান। এ সময়ে ফুল দিয়ে উপস্থিত সদস্য ও অতিথিদের বরণ করা হয়। সূচনা বক্তব্যে পিটার রোজারিও বলেন, এ সংঘ গঠনের পেছনে যারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তারা হলেন এলয়সিয়াস মিলন খান, ইউজিন এস রিবেরু, এন্থনি সুশীল রায়, ফাতেমা পেরেরা, হেমল তেরেজা রিবেরু ও পিটার রোজারিও। একটি এড-হক কমিটি গঠনের মাধ্যমে সংঘের খসড়া গঠনতন্ত্র প্রনয়ণ করা হয়। এড-হক কমিটির আহ্বায়ক এলয়সিয়াস মিলন খান উদ্বোধনী সভার সভাপতি হিসাবে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ও খসড়া গঠনতন্ত্র উপস্থাপন করেন। উপস্থিত প্রবীণগণ বিস্তারিত আলোচনা করার পর খসড়া গঠনতন্ত্রের অনুমোদন প্রদান করেন। এরপর তিন অতিথি- সিস্টার অর্চনা আইবিভিএম, বেনেডিক্ট ডি'ক্রুজ ও মুকুট সুবল ক্রুশ সমন্বয়ে একটি মনোনয়ন কমিটি গঠিত হয়। তারা উপস্থিত প্রবীণদের মধ্য থেকে সাত সদস্যের একটি নির্বাহী পরিষদ কণ্ঠ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করেন। সাত জন নির্বাচিতরা হলেন- এলয়সিয়াস মিলন খান- প্রেসিডেন্ট, ইউজিন এস রিবেরু- ভাইস-প্রেসিডেন্ট, পিটার রোজারিও- সেক্রেটারি, এন্থনি সুশীল রায়- ট্রেজারার, আইরিন গমেজ- কর্মসূচী কর্মকর্তা ও দুইজন সদস্য ফাতেমা পেরেরা এবং দীপ্তি ডি'কস্তা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ড. ফস্টিনা পেরেরা টিনা ও মহাখালী খ্রিস্টান কল্যাণ সমিতির প্রেসিডেন্ট অমল গমেজ স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। একটি সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি প্রবীণ সংঘের মঙ্গল কামনা করে বক্তব্য প্রদানান্তে প্রার্থনা এবং আশীর্বাদ দানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক (অবঃ) রুবি ইমেল্ডা গমেজ॥

রবিবাসরীয়, (৫ পৃষ্ঠার পর)

ভাবে যে দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পন করা হয়েছে তা যেন আমরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করে, আমার রাজকীয় মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখি।

আমি কিভাবে যিশুর মত রাজা? আমি কিভাবে তাঁর মত রাজকীয় দায়িত্ব পালন করতে পারি? আমি যদি কোন পরিবারের পিতা-মাতা হই, তাহলে আমি সেই পরিবারের রাজা/রাণী। আমার দায়িত্ব পরিবারের সন্তানদের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং পরিবারের সকল প্রকার দায়িত্ব পালন করা। আমি যদি কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করি, কিংবা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হই, তাহলে আমি সেখানকার রাজা/রাণী। আমি যদি কোন সমাজ নেতা হই, বা গ্রামের প্রধান হই, কিংবা কোন সংগঠনের সভাপতি, কিংবা কোন দলের প্রতিনিধি বা নেতা হই, তাহলে আমি নিজেকে সেখানকার রাজা/রাণী মনে করতে পারি। তবে অবশ্যই আমার মনোভাব নেতামী বা মাতব্বরী করা নয়, বরং সেবা করার ও যথার্থ দায়িত্ব পালন করে ভালো রাজা, আদর্শ রাজার পরিচয় দেওয়া। আমার রাজত্ব হলো বিশ্বস্ততার সাথে আমার দায়িত্ব পালন করা।

যিশু রাজা। তিনি স্বর্গের রাজ-পুত্র, তিনি স্বর্গের রাজা। তিনি পৃথিবীর রাজা। তিনি পৃথিবীর অধিপতি। যিশুর ক্ষমতা সীমাহীন। তিনি চাইলে নিজের জন্য কি না করতে পারতেন! সকল প্রকার অপমান, গ্লানি, যন্ত্রণা, কষ্ট এমনকি মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাঁর ক্ষমতার বড়াই করেননি। যেখানে ক্ষমতা প্রয়োগ করলে মানুষের উপকার হবে তিনি সেখানে তা প্রয়োগ করেছেন। যেখানে নিজেকে নমিত করলে দুঃখ ভোগ করতে হবে; কিন্তু মানব কল্যাণ হবে সেখান তিনি নিজেক নত করেছেন, সমস্ত যন্ত্রণা গ্রহণ করেছেন। তিনি সকল মানুষের সামনে, সকল রাজাদের কাছে আদর্শের দৃষ্টান্ত রেখেছেন। আমরা এক একজন দীক্ষাপ্রাপ্ত রাজা হিসাবে আমাদের উচিৎ যিশু রাজার আদর্শ অনুসরণ করে আমাদের ব্যক্তি জীবনে রাজত্বের চর্চা করা। যিশুর মতই ভালোবসা ও সেবা করা, ক্ষমা করা ও ধৈর্য্য ধরা, মানুষের মর্যাদা সম্মুন্নত রাখা, ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। আসুন খ্রিস্টরাজা পর্ব পালনের মধ্য দিয়ে, খ্রিস্ট রাজার আশীর্বাদ নিয়ে তাঁরই আদর্শে রাজা হয়ে উঠি। ঈশ্বর আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন॥

সাবলেট রুম ভাড়া দেওয়া হবে

১ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে ২য় তলায় ২ রুমের জন্য ছোট পরিবার,

কর্মজীবী ছাত্রী/মহিলা (খ্রিস্টান)

ঠিকানা: ৭৮/এ, পশ্চিম তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

যোগাযোগ: ০১৭২৬-৩৯০৫২০

বিজ্ঞ/৩৪২/২২

Fida International Bangladesh

JOB VACANCY ANNOUNCEMENT

Fida International Bangladesh is a registered INGO working in Bangladesh since 2010. It is funded by the Fida International Finland. Our main goals and objectives are to work for the disadvantaged slum dwellers, financially poor and needy people in the field of health, education and economic sustainable development. Most of our activities are in urban based areas in Dhaka district, Bangladesh.

We would like to hire the following staff for the Fida International Bangladesh. Applications are invited from the experienced Bangladeshi citizen as follows:

Name of Post	Positions	Responsibilities	Qualifications	Experiences	Age Limit
Female Cook	01	Cooking food for the students and other kitchen related works.	Class VII-X	3-5 years	25-35 years
Male Cook	01	Cooking food for the students and other kitchen related works.	Class VII-X	3-5 years	25-35 years
Security Guard	01	Protecting the Fida properties and office	VIII-X	3-5 years	25-30 years
Aya for Joy & Hope School	01.	Taking care of the students.	X-SSC	3-5 years	25-35 years
Cleaner for Joy & Hope School	01	Cleaning the School Building.	VII-VIII	3-5 Years	25-35 years

Interested candidates are hereby requested to submit their application along with their CV on or before the 5th December 2022. Please apply with your recent Passport size photograph, National ID's photocopy, Mobile Phone number. Please write the position's name on the top of the envelope.

Please note that Fida International Bangladesh authority retains the right to accept or to reject any or all applications, if it is not submitted according to the above requirements.

Mail your application to:

The Executive Director
Fida International Bangladesh
346 East Padardia
Satarkul Road
North Badda, Dhaka -2941
B A N G L A D E S H

Dated: 09.11.2022

বিজ্ঞ/৩৪৬/২২

সাধু যোসেফের কারিগরি বিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

৩২, শাহ সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়ে আগামী ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম অতিসত্ত্বর শুরু হতে যাচ্ছে।

ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও কাগজপত্র:

১. অষ্টম শ্রেণি পাশ করার পর পরবর্তী শ্রেণি গুলোতে অধ্যয়নরত থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত।
২. খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বাপ্তিস্মের সার্টিফিকেট (আবশ্যক), পাল-পুরোহিতের নিকট থেকে চিঠি আবশ্যক এবং বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র।
৩. জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি (যদি থাকে)।
৪. সম্প্রতি তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

পরীক্ষা পদ্ধতি:

ভর্তি পরীক্ষায় লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা হবে। প্রথমে মৌখিক এবং পরে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে দুই পর্বে, যথা:

ক. প্রথম ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ১৭ এবং ১৮ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার এবং রবিবার।
খ. দ্বিতীয় ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ৬ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার।
গ. পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ: ৮ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার।

অনুগ্রহপূর্বক লক্ষ্য করুন যে, বিগত বছর (২০২২) থেকে এ বিদ্যালয়টি চারটি বিষয়ের উপর (মেশিন, ইলেক্ট্রিক, ওয়েল্ডিং এবং কার্পেন্ট্রি) কারিগরি শিক্ষা প্রদান করে আসছে। এ বছরও তার কোন ব্যতিক্রম হবে না।

খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের হোষ্টেলে থাকা ও খাওয়া বাবদ মাসে ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা। প্রশিক্ষণের জন্য প্রতি মাসে শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক স্কুল বেতন ১ম বর্ষ: ১০০.০০ (একশত) টাকা; ২য় বর্ষ: ১১০.০০ (একশত দশ) টাকা; ৩য় বর্ষ: ১২০.০০ (একশত বিশ) টাকা। প্রতি পরীক্ষার ফি: ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা)। তাছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের এখানে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাজেও অংশ নিতে হয় বিধায় পরিশ্রম করার মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ভর্তি পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তারা উপরোক্ত যে কোন একটি বিষয়ের উপর তিন বছরের প্রশিক্ষণ পাবে, যা ভর্তির পর প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সেকশন নির্বাচন/নির্ধারণ করা হবে।

বাৎসরিক ভর্তি ফি:

প্রথম বছরের জন্য	- ২,৫০০.০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা।
পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য	- ১,৫০০.০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা।
সিকিউরিটি মানি (সবার জন্য)	- ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) টাকা।

যারা ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে এবং হোস্টেলে থাকবে তাদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে বিদ্যালয়ে কত তারিখে উপস্থিত থাকতে হবে পরবর্তীতে জানানো হবে। যে সকল ব্যবহার্য জিনিসপত্র অবশ্যই সাথে নিয়ে আসতে হবে:

১. মশারিসহ বিছানাপত্র, ব্যক্তিগত কাপড়-চোপড় ইত্যাদি।
২. ভর্তির জন্য ৬,১০০.০০ (ছয় হাজার একশত) টাকা। *[জানুয়ারি মাসের বেতন ১০০.০০ (একশত) টাকা; জানুয়ারি মাসের হোস্টেল ফি ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা; ভর্তি ফি ২,৫০০.০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা; সিকিউরিটি মানি ৩,০০০.০০ (তিন হাজার) টাকা।]*
৩. ক্লাশের জন্য বই, খাতা, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি।

বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য যোগাযোগ করার মোবাইল নম্বর: অফিস: +৮৮০১৭১১-৫২৮২০৯; ব্রাদার যোগেশ কর্মকার সি.এস.সি: +৮৮০১৭৩-২৪৬৬৬৩৩; ব্রাদার রকি গোছাল সিএসসি: +৮৮০১৭৭-৯৪৭৪৬৬২ এবং +৮৮০১৬২-৫০৭৯৫০২।

ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে যেন সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা যায়।

ব্রাদার যোগেশ কর্মকার সিএসসি
অধ্যক্ষ
মোবাইল: +৮৮০১৭৩-২৪৬৬৬৩৩

বিজ্ঞ/৩৪০/২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
THE WEEKLY PRATIBESHI
ISSUE-42
❖ বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা- ৪২
Regd. No. DA-33
❖ 20 -26 November, 2022, ৫ - ১১ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন ও স্মরণিকা প্রকাশ

আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হবে এবং এ উপলক্ষে তার মাণ্ডলিক, ব্যক্তিগত ও কর্মজীবনের উপর ভিত্তি করে একটি তথ্য সমৃদ্ধ বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করা হবে।

দেশ বিদেশে অবস্থানরত সকল খ্রিস্টভক্তের নিকট ব্যক্তিগত, পারিবারিক অভিজ্ঞতা, তার মাধ্যমে প্রার্থনায় বিশেষ ফল লাভ ও তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য সংক্রান্ত বাস্তবধর্মী লেখা ও তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের সমুজ্জ্বল কর্মকান্ডের ছবি আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পাঠানোর জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

১। আলবিন দেছা	01743623129	albindessa47@gmail.com
২। ইনোসেন্ট নির্মল ডি'কস্তা	01319632467	innocentdcosta@gmail.com
৩। ড. ইসিদোর গমেজ	01711408356	drgomes52@yahoo.com
৪। পল অজিত ডি'ক্রুজ	01819120155	ajitdcruze73@gmail.com
৫। পিতার রতন গমেজ	01715948242	petergomes1959@gmail.com

আঠারগ্রাম খ্রীষ্টান কল্যাণ সমিতি ঢাকা

বিজ্ঞ/৩৩৭/২২

প্রয়াত সেলিন ডি'কস্তা (রত্নগর্ভা)
জন্ম: ২৯ নভেম্বর, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২১ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
ভেটুর, তুমিলিয়া, কালীগঞ্জ

"সে যে ছিল মোদের আপনজন
তারি তরে কাঁদে ব্যাকুল মন
তার যত পাপ অপরাধ প্রভু
ধরো না তুমি এখন"।

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

মাগো, দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল একটি বছর। চলে এলো সেই ২১ নভেম্বর, যেদিন তুমি নিরবে চলে গেছো আমাদের সকলকে কাঁদিয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে। মাগো, প্রতিটি ক্ষণে তোমার আদর, স্নেহ, ভালোবাসা, শাসন অভাব বোধ করছি। একটি দিনের জন্যও তোমাকে ভুলতে পারিনি মা। জীবিতকালে তুমি সবার উপকার করে গেছো। তোমার আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ এখনো আমাদের চলার পথের পাথেয় হয়ে রয়েছে এবং সারাজীবন থাকবে। তুমি ছিলে দয়ালু, বিনয়ী, নম্র, ঈশ্বর বিশ্বাসী ও মা মারীয়ার একনিষ্ঠ ভক্ত ও একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ। আমরা বিশ্বাস করি তুমি তোমার কর্ম ও ধার্মিকতার গুণে ঈশ্বরের রাজ্যেই আছো বাবাকে নিয়ে। ওপারে ভালো থেকো তোমার ও আমাদের আশীর্বাদ করো।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
পপি-স্টিফেন, জুঁই-মিল্টন ও প্রিন্স-সেতু
নাতি-নাতনী: জুমিক-জয়ত্রী, উইলিয়াম-হ্যারি ও আদৃত লুইস-অ্যাড্রিয়েলা।

বিজ্ঞ/৩৪৯/২২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org